POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

আল্লাহ্‌র বাণী

قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ ۚ
يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ
وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○
يَّخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ
وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ○

'তুমি বল, নিশ্চয় সকল ফযল আল্লাহর হাতে, তিনি যাহাকে চাহেন উহা দান করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ প্রাচুর্যদানকারী, সর্বজ্ঞানী; তিনি যাহাকে চাহেন আপন রহমতের জন্য বাছিয়া লন, এবং আল্লাহ্ মহা ফযলের অধিকারী।'

(আলে ইমরান,আয়াত: ৭৪-৭৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 4

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 18

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 2 মে, 2019 26 শাবান 1440 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

কুরআনের মধ্যে সকল প্রকারের প্রয়োজনীয় শিক্ষা বিদ্যমান। পৃথিবীতে সম্ভাব্য প্রত্যেক ভ্রান্ত মতবাদ বা অশুভ শিক্ষার মূলোৎপাটনের জন্য এতে পর্যাপ্ত পরিমাণে রসদ মজুদ আছে। এটি আল্লাহ্ তা'লার সুগভীর প্রজ্ঞা ও ক্ষমতার বিকাশস্থল।

বাণীঃ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)

জাতি বৈষম্য

জাতপাতের ভেদাভেদের মধ্যে সম্মানের কিছু নেই। খোদা তা'লা কেবল পরিচয়ের জন্য বিভিন্ন জাতি তৈরী করেছেন। বর্তমান যুগে চার পুরুষের পর প্রকৃত বংশ পরিচয় খুঁজে বের করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। যেখানে আল্লাহ্ তা'লা এই সিদ্ধান্ত করে রেখেছেন যে, তাঁর কাছে জাতপাতের বিষয়টি মোটেই বিবেচ্য নয়, বরং একমাত্র তাকওয়াই প্রকৃত সম্মান ও মহত্বের কারণ, সেখানে জাতপাতের বিবাদে যোগ দেওয়া মুত্তাকীদের জন্য শোভনীয় নয়।

মুত্তাকি কে?

খোদার বাণীতে বর্ণিত হয়েছে যে, মুত্তাকি সেই সমস্ত লোক যারা চলার সময় বিনয় অবলম্বন করে এবং দাম্ভিকতাপূর্ণ কথাবার্তা থেকে বিরত থাকে। তাদের কথাবার্তার ধরণ এমন থাকে, যেভাবে কোন নিম্নস্থ পদের ব্যক্তি উচ্চপদস্থ কর্তার সঙ্গে কথা বলে। পরিস্থিতি যাই হোক, যে পন্থা আমাদেরকে সফলতা ও সমৃদ্ধি এনে দিবে, সেটিই অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়। আল্লাহ্ তা'লার উপর কারো একচ্ছত্র অধিকার নেই। তিনি কেবল তাকওয়াই পছন্দ করেন। যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করবে, একমাত্র সেই উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে। আঁ হযরত (সা.) কিম্বা হযরত ইব্রাহিম (আ.) কোন উত্তরাধিকারসূত্রে সম্মানের অধিকারী হন নি। যদিও আমাদের বিশ্বাস, আঁ হযরত (সা.)-এর সম্মানীয় পিতা আব্দুল্লাহ পৌত্তলিক ছিলেন না, কিন্তু কেবল এটিই তো তাঁর নবুয়ত প্রাপ্তির কারণ ছিল না। এটি কেবলই ছিল এক ঐশী কৃপা যা তাঁর প্রকৃতিতে বিদ্যমান পুণ্যের কারণে বর্ষিত হয়েছিল। এই বৈশিষ্ট্যই ঐশী কৃপাকে আকৃষ্ট করেছে। নবীকুলের জনক হযরত ইব্রাহিম (আ.) কে সততা এবং পুণ্যের এই বৈশিষ্ট্যই নিজের পুত্রকে নির্দ্বিধায় উৎসর্গ করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। এমনকি তিনি নিজেও এক প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। আমাদের মুনিব ও প্রভু হযরত মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ (সা.)-এর সততা ও বিশ্বস্ততার চিত্র দেখুন! তিনি সকল প্রকারের কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি নানা প্রকারের বিপদাপদ এবং দুঃখ-কষ্ট সহন করেছেন, বিন্দুমাত্র পরোয়া করেন নি। এই সততা এবং আত্মবিলীনতার কারণেই আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রতি কৃপা বর্ষণ করেছেন। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'লা বলেন:

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ؕ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا (الاحزاب:57)

অর্থাৎ: আল্লাহ্ এবং তাঁর ফিরিশতাগণ রসুলের প্রতি দরূদ প্রেরণ করেন। হে মোমেনগণ, তোমরা নবীর উপর দরুদ ও শান্তি প্রেরণ কর। (সূরা আহযাব, আয়াত: ৫৭)

এই আয়াত থেকে প্রমাণিত যে, রসুলে আকরম (সা.)-এর কর্ম এমন ছিল যে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রশংসা করতে বা গুণাবলীকে স্পষ্ট করতে কোন বিশেষ শব্দের প্রয়োগ করেন নি। যদিও শব্দ পাওয় যেত, কিন্তু আল্লাহ্ নিজেই তা ব্যবহার করেন নি, অর্থাৎ আঁ হযরত (সা.)-এর কর্মকে প্রশংসার গণ্ডীতে বাঁধা যায় না। এই ধরণের আর কোনও আয়াত নেই যা অন্য কোন নবীর প্রশংসায় ব্যবহৃত হয়েছে। আঁ হযরত (সা.) এমন সততা ও পবিত্রতা আত্মভূত করেছিলেন আর তাঁর কর্ম খোদার দৃষ্টিতে এতটাই প্রশংসনীয় ছিল যে, আল্লাহ্ তা'লা চিরকালের তরে এই আদেশ দিলেন যে, ভবিষ্যত প্রজন্মগুলি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাঁর প্রতি দরূদ প্রেরণ করবে। আঁ হযরত (সা.)-এর নির্ভীকতা এবং সততা এতটাই প্রবল ছিল যে, পশ্চাদ পর কোথাও তাঁর কোন সমকক্ষ খুঁজে পাওয়া যায় না। হযরত মসীহ্‌র যুগের প্রতি কেউ যদি দৃষ্টিপাত করে তবে সে উপলব্ধি করতে পারবে যে তাঁর বীরত্ব কিম্বা আধ্যাত্মিক সততা ও বিশ্বস্ততা শিষ্যদের উপর কতটা প্রভাব ফেলেছিল। প্রত্যেক ব্যক্তিই বুঝতে সক্ষম যে, মন্দ অভ্যাসের সংশোধন করা কতটা দূরূহ বিষয়। বদ্ধমূল হয়ে বসেছে এমন অভ্যাসের মূলোৎপাটন করা সত্যিই অসম্ভব রকমের কঠিন কাজ। আমাদের প্রিয় নবী (সা.) এমন শত সহস্র মানুষের সংশোধন করেছেন যারা পশুর তুলনায় নিকৃষ্টতর ছিল। অনেকেই এমন ছিল যারা পশুর মতই নিজেদের মা ও বোনেদের সঙ্গে সহবাস করাতে দোষের কিছু দেখত না। তারা অনাথ ও মৃতদের সম্পদ আত্মাসাৎ করে বসত। তাদের মধ্যে কিছু মানুষ নক্ষত্রের উপাসনা করত, কিছু মানুষ নাস্তিক আর কিছু ছিল বস্তুপূজারী। আরব উপদ্বীপ কি ছিল? এটি ছিল নানান বৈচিত্রময় ধর্মীয় চিন্তাধারার পীঠস্থান।

কুরআন মজীদ, এক পূর্ণাঙ্গ পথপ্রদর্শক

কুরআন মজীদের একটি বড় উপকার হল, এর মধ্যে যাবতীয় প্রকারের প্রয়োজনীয় শিক্ষা বিদ্যমান। পৃথিবীতে সম্ভাব্য প্রত্যেক ভ্রান্ত মতবাদ বা অশুভ শিক্ষার মূলোৎপাটনের জন্য এতে পর্যাপ্ত পরিমাণে রসদ মজুদ আছে। এটি আল্লাহ্ তা'লার সুগভীর প্রজ্ঞা ও ক্ষমতার বিকাশস্থল।

যেহেতু এক পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ হিসেবে নির্ভুল সংশোধন করা এর জন্য অবধারিত ছিল, অতএব এটির অবতরণ কাল ও অবতরণ স্থলে আধ্যাত্মিক ব্যাধিও চরম শিখরে পৌঁছে যাওয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল, যাতে প্রত্যেক ব্যাধির যথাযথ উপাচার হাতের নাগালে থাকে। এই উপদ্বীপটি ব্যাধিগ্রস্তদের আঁতুড় ঘর হয়ে উঠেছিল, যেখানে প্রত্যেক প্রকারের আধ্যাত্মিক ব্যাধি মজুদ ছিল যা সেই যুগে বা পরবর্তীকালে বংশপরম্পায় প্রসারিত হত। এই কারণেই কুরআন সকল ধর্মীয় বিধানকে পূর্ণতা দান করেছে। অন্যান্য ঐশী গ্রন্থ অবতরণের সময় না এটির প্রয়োজন ছিল, আর না আছে তাদের মধ্যে এমন পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা।

নবী করীম (সা.)-এর মহান অলৌকিক নিদর্শন

আমাদের পূর্ণাঙ্গ নবীর মাধ্যমে যে সকল কল্যাণ ও আশিস প্রকাশ পেয়েছে, সেগুলির মধ্যে থেকে যদি সমস্ত অলৌকিক নিদর্শনগুলিকে পৃথকও রাখা হয়, তথাপি তিনি (সা.) যে সংস্কার ও সংশোধনের কাজ করেছেন, সেটিই এক মহান নিদর্শন হিসেবে গণ্য হবে। তাঁর আবির্ভাবের যুগের বিরাজমান পরিস্থিতি এবং তিনি যে অবস্থা রেখে যান, যদি কেউ তা বিশ্লেষণ করে দেখে, তবে স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, এই প্রভাবটি নিজেই এক নিদর্শন ছিল। প্রত্যেক নবীই সম্মানীয়, সন্দেহ নেই, তথাপি- ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ (জুমা, আয়াত: ৫)

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৯-২১) (ভাষান্তর: মির্যা সফিউল আলাম)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর জার্মান সফর, অক্টোবরর, ২০১৮

(পূর্ববর্তী সংখ্যা ১১-এর পর

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: কেবল আফ্রিকাবাসীরাই খোদার পক্ষ থেকে পথপ্রদর্শন লাভ করছেন না, বরং ইউরোপবাসীদেরকেও তিনি হেদায়তের পথ দেখাচ্ছেন। বোসনিয়ার মুবাল্লিগ আলবিদান নামে এক ভদ্রলোকের বয়াতের ঘটনার উল্লেখ করে বলেন, আলবিদান সাহেব জামাতের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠার পূর্বে পাশ্চাত্যের ধারার লাগামহীন জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু কয়েকটি স্বপ্নের মাধ্যমে খোদা তা'লার পক্ষ থেকে তিনি এমন ইঙ্গিত পেয়ে ক্রমশঃ নিজেকে পাপাচার থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করতে থাকেন। এরই মাঝে তিনি কয়েকটি ভয়ানক ব্যধিতে আক্রান্ত হন। বন্ধমহলে বিদ্রুপের শিকার হন। মোটকথা তিনি এমন সময়ের মধ্যে দিয়েও অতিক্রান্ত হয়েছেন যখন কিনা তাঁর মানসিক রোগীতে পরিণত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা ছিল। যাইহোক তিনি নিয়মিত নামায পড়তে আরম্ভ করেন এবং দোয়ায় রত হন, যদিও পূর্বে মুসলমানই ছিলেন। একদিন সেজদারত অবস্থায় তিনি শুনতে পেলেন, যেন কোন ফিরিশতা শয়তানকে বলছে, এবার তো ওকে ছেড়ে দে। যা শুনে শয়তানের পক্ষ থেকে বলা হয়, এখনও আরও একটি পরীক্ষা বাকি আছে। তিনি বলেন, আধ্যাত্মিকতার এমন অভিজ্ঞতা আমাকে বিস্ময় বিহ্বল করে তোলে। এরপর তিনি এর পরীক্ষার সম্মুখীন হন, কিন্তু সঙ্গে তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলেন যে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর হেদায়াতের ব্যবস্থা করবেন। কেননা, তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন, একটি পরীক্ষা আসবে। তিনি মনে করেন এটিই শেষ পরীক্ষা হবে। এই ঘটনার কিছুকাল পর তাঁর কাছে যখন জামাতের বাণী পৌঁছল, তখন তাঁর সেই আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ অভিজ্ঞতার কথা স্মরণে এল। এরপর কয়েকটি তবলীগী বৈঠকের পর তিনি জামাতের অন্তর্ভুক্ত হন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এরপর আমরা দেখি যে, অ-আহমদী উলেমারা আহমদীদেরকে ঈমান থেকে বিচ্যুত করতে কত চেষ্টাই না করে আর কিভাবে তারা নিজেদের ঈমানে অবিচল থাকে। বেনিনের আগেলু নামে একটি গ্রামের এক আহমদী হলেন লাদুলে হোসেন সাহেব। তিনি বলেন, আমি পরিবারের পচিশ জন সদস্যসহ জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছি। আহমদী হওয়ার পর অ-আহমদী মৌলবীদের একটি দল আমাদের কাছে এসে পৌঁছয়, যারা সৌদি আরব থেকে শিক্ষা অর্জন করে এসেছিল। তারা এসে বলে, আহমদীরা কাফের, তারা আপনাদেরকে বিভ্রান্ত করছে। আমরা সৌদি থেকে প্রকৃত ইসলাম শিখে এসেছি। তাই আপনারা আহমদীদের কথায় বিভ্রান্ত হবেন না। তিনি বলেন, আমি তাদেরকে প্রকৃত ইসলাম সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন করি- একজন মুসলমান কিভাবে নামায পড়ে আর আহমদী ও অ-আহমদীদের কুরআনের মধ্যে পার্থক্য কি, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি মৌলবীদেরকে বললাম, আহমদীদের ইসলামও এটিই। কিন্তু একটি কথা বোধগম্য হচ্ছে যা হল, আহমদীরা তবলীগ করার সময় কোন ধর্ম বা সম্প্রদায়কে দোষারোপ করে নি, কিন্তু আপনাদের ভাবভঙ্গি বলছে, আাপনারা মিথ্যা বলছেন। অতএব, আপনারা এখান থেকে বিদায় হন। অনেকে আমাদের উপর এই অভিযোগ আরোপ করে যে, আপনারাও তো আমাদের মৌলবীদেরকে দোষারোপ করেন, এই কারণে আমরা বলে থাকি। অথচ আমরা কখনও এমনটি বলি না। যারা গালি দেয়, তাদেরকে একথাই বলা হয় যে, যদি তোমরা আমাদেরকে কাফের বল, তবে আঁ হযরত (সা.) কর্তৃক নির্ধারিত সংজ্ঞা অনুসারে তোমাদের দিকেই তা ফিরে যায়। এরপর তিনি বলেন, ক্রমাগত প্রায় তিন বছর মৌলবীরা দলে দলে এসে আমাদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আমাদের ঈমানকে বিনষ্ট করেন নি। আমরা বাড়িরই একটি ছোট কক্ষকে প্রাত্যাহিক নামায ও জুমার জন্য পৃথক করে রেখেছি। পরবর্তীতে আরও অনেকে আহমদীয়াত গ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। আজ আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তারা মসজিদ নির্মাণের তৌফিক পাচ্ছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: রাশিয়ার তাতারিস্তান প্রদেশের কাযান শহর থেকে ৩৯০ কিমি দূরে একটি জনপদ রয়েছে। সেখানে এক আহমদী পরিবারের মাধ্যমে এরক নামে এক ভদ্রলোক জামাতের বাণী পেয়ে জামাত সম্পর্কে অধ্যয়ন শুরু করে। এরপর তিনি জামাতের প্রতিনিধি দলকে নিজের বাড়িতে আসার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, জামাতের প্রতিনিধি দল সেখানে পৌঁছলে তারা তাঁকে জামাত সম্পর্কে বিশদ তথ্য সরবরাহ করেন এবং বয়াতের শর্তাবলী সম্পর্কেও বলা হয়। যা শুনে তিনি বলেন, আমি প্রত্যহ বয়াতের দশটি শর্ত অধ্যয়ন করি। বয়াতের শর্তাবলী আমি কাঠের একটি ফলকে খোদাই করে সেটিকে ফ্রেমবদ্ধ করে ঘরের দরজায় টাঙিয়ে রেখেছি। তিনি তখনও আহমদী হন নি, অথচ তিনি বয়াতের শর্তাবলীকে ঘরের দরজায় টাঙিয়ে রেখেছেন। তিনি বলেন, প্রত্যহ সকালে উঠে বয়াতের এই দশটি শর্ত পাঠ করি এবং নিজেকে জিজ্ঞাসা করি, কোন কোন শর্ত আমি পালন করছি না। বয়আত করার পূর্বেই তাঁর অবস্থা। এরপর তিনি যথারীতি বয়াত করে জামাতের অন্তর্ভুক্ত হন। বয়াতের পর তিনি আমাকে একটি চিঠিতে লিখেছেন, তথাকথিত মুসলমানদের সঙ্গে থেকে উলেমাদের প্রচার করা ইসলামী শিক্ষার আমি কিছুই বুঝতে পারতাম না, ইবাদতের তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও অজ্ঞ ছিলাম। এই সময়েই এই বিষয়গুলিই আমাকে পথভ্রষ্টতার অন্ধকারে টেনে নিয়ে যেতে পারত, কিন্তু সমস্ত প্রশংসার আল্লাহ্‌র যিনি আমাকে পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করে হেদায়াতের পথে পরচালিত করেছেন। জামাতের বই-পুস্তকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা অত্যন্ত চমৎকার ও সহজবোধ্যভাবে বর্ণিত হয়েছে। আর জামাতের নারাধ্বনি ' ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে' আমাকে চমৎকৃত করেছে। এছাড়াও অনেক ঘটনা রয়েছে যেখানে এই বিষয়গুলিই তবলীগের মাধ্যম হয়ে ওঠে।

ফ্রান্সের আমীর সাহেব লিখেছেন, পামফ্লেট বিতরণের সময় এক মুসলমান ভদ্রলোক আমাদের পামফ্লেট পড়ে বলেন, আমি অনেকক্ষণ থেকে আপনার অপেক্ষায় ছিলাম। ইসলামের এই বাণীর আজ ভীষণ প্রয়োজন। আমি কয়েক বছর যাবৎ ফ্রান্সে বাস করছি। আইভোরি কোস্টে বসবাসরত আমার পরিবার নিয়মিত আপনাদের কর্মকেন্দ্রে যাতায়াত করে। আমি আপনাদের জামাত সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহী। এরপর এই ভদ্রলোক ইউটিউবে জামাতের ফ্রেঞ্চ অনুষ্ঠানাদি দেখতে থাকেন এবং জামাত সম্পর্কে দুই বছর যাবৎ তথ্য সংগ্রহ করার পর অবশেষে বয়াত করে জামাতের অন্তর্ভুক্ত হন। তিনি আইভোরিকোস্টে থাকেন, সেখানেও জামাত অত্যন্ত সক্রিয়। প্রতি বছর অনেক বয়াআতও হয়। কিন্তু ফ্রান্সে আসার পর আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বয়আতে উপকরণ সৃষ্টি করেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এছাড়াও অমুসলিমদের উপরও ইসলামের শিক্ষার প্রভাব পড়ে। আল্লাহ্ তা'লার নূর তাদের হৃদয়কেও আলোকিত করে। এক ব্যক্তির বয়আতের ঘটনার কথা উল্লেখ করে বেনিনের আলাডা অঞ্চলের মুবাল্লিগ সাহেব বলেন, আলাডা শহরের উত্তরে যেকা অঞ্চলের ঈসা নামে এক ভদ্রলোককে জামাতের পামফ্লেট দেওয়া হয়। পরে তিনি রেডিও শোনা আরম্ভ করেন। তিনি বলেন, আপনাদের পামফ্লেট পড়ে আমি আশ্বস্ত হয়েছি। আমি জন্মগত ক্যাথলিক খৃষ্টান, কিন্তু চার্চে গেলে পাদ্রী যখন বাইবেলের আয়াতের ব্যাখ্যা করতেন তা আমার মনোপুত হত না। কিন্তু যেদিন থেকে রেডিওতে জামাতে আহমদীয়ার প্রচার শোনা আরম্ভ করেছি, তা থেকে আমি অনুধাবন করেছি যে, আপনারা বাইবেলের আয়াতসমূহের যে ব্যাখ্যা করেন তা তত্ত্বজ্ঞান ও বিবেকের দৃষ্টিকোণ থেকে যথাযথ বলে মনে হয়। সেই কারণে তিনি বয়আত করে আহমদীয়া গ্রহণ করেছেন।

আহমদীয়াত গ্রহণের পর কিভাবে আল্লাহ্ তা'লা ঈমানকে দৃঢ়তা দিয়ে অন্তর্দৃষ্টি দান করেন এবং যুক্তি প্রমাণও শিখিয়ে দেন, তার একটি দৃষ্টান্ত দেখুন। তানজেনিয়ার মোনযে অঞ্চলের মুবাল্লিগ সাহেব লেখেন, শায়ানাগার অঞ্চলে ২০১৫ সালে জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেখানে অনেকে জামাতে আহমদীয়াতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তৌফিক পেয়েছেন। এই জামাতের এক 'নওমোবাইন' (নবদীক্ষিত) সদস্য জুমা মাসাঞ্জা সাহেব ছোট্ট একটি ব্যবসা করে জীবিকা অর্জন করেন। তিনি বলেন, একদিন আমি 'টেন্ডে' (বা 'টিন্ড') অঞ্চলে যাই, যেটি আমানি আরব অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। সেখানে কথা প্রসঙ্গে তাদেরকে বলি যে, আমি আহমদী হয়েছি আর আমাদের মসজিদও রয়েছে , যেখানে আমরা নামায পড়ি। একথা শোনা মাত্রই সেই আরব অধিবাসী গুলি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। আর আমাকে গালমন্দ করতে থাকে।..... তারা বলে, 'তুমি মুসলমান ছিলে না, যেহেতু কলেমা পড় নি তাই মুসলমানও হও নি। কিন্তু তুমি কাদিয়ানীদের অনুসরণ করে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছ। পূর্বে তুমি বিধর্মী বা অমুসলিম ছিলে, সেটিই বরং ভাল ছিল। যারা নিজেদেরকে আহমদী বলে পরিচয় দেয়, তারা তো মুসলমানই নয়, বরং কাফের। তুমি যদি নিজেকে আহমদীদের থেকে পৃথক না কর, তবে আমাদের কাছে তোমার এসব জিনিস বিক্রি করতে আসবে না।' আর্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে সে গরিব ছিল, তাই এটি তার জন্য একটি বিরাট পরীক্ষা ছিল। এই ভদ্রলোক বলেন, আমার কাছে পুঁথিগত সেরকম যুক্তিপ্রমাণ ছিল না যা দিয়ে আমি তাদেরকে যুক্তি দিয়ে হার মানাতে পারতাম, কিন্তু আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা কতদিন থেকে এখানে বসবাস করছেন? সেই আম্মানি আরব অধিবাসি উত্তর দিল, আমরা আশি বছর থেকে এখানে বসবাস করছি। একথা শুনে আমি তাকে বললাম, যে ধর্মকে তোমরা সত্য বলে বিশ্বাস কর, এই আশি বছরে তোমরা সেই ধর্মকে তোমাদের থেকে মাত্র পনেরো কিমি দূরত্বের একটি গ্রামে পৌঁছে দিতে পার নি। আর আমাকে যখন কেউ আমার কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছে দিল, তখন আপনি বলছেন, এরা কাফের, আমিও নাকি কাফের হয়ে গেছি। সেই আরবরা উত্তর দিল, আমাদের

এরপর ৮ এর পাতায়..

জুমআর খুতবা

কিয়ামত দিবসে এমন এক জাতিকে উপস্থিত করা হবে যাদের পুণ্য তেহামা পর্বতের সমান। খোদা তা'লা তাদের সকল পুণ্য বিনষ্ট করে দিবেন। আর এরপর তাদেরকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করবেন। তারা এমন মানুষ হবে যারা হয়ত রোযাও রাখতো, নামাযও পড়তো, আর রাতে খুব কমই ঘুমাতো অর্থাৎ নফল পড়তো, কিন্তু তাদের সামনে যখনই কোন অবৈধ জিনিস উপস্থাপন করা হবে তারা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

কোন আপনজনও যদি অন্যায় করে থাকে মহানবী (সা.) শুধু তার প্রতি অসন্তোষই প্রকাশ করেন নি, বরং এর ক্ষতিপূরণও দিয়েছেন। তাদের রক্তপণ পরিশোধ করেছেন। আর নির্যাতিতদের মানসিক প্রশান্তির ব্যবস্থা করারও সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন।

যদি দূরত্ব বেশি হয়, বাহন না থাকে, সময় না পাওয়া যায়, তবে আহমদীদের নিজেদের বাড়িতে নামায সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা উচিত আর প্রতিবেশীরা একত্রিত হয়ে সেখানে বাজামা'ত নামায পড়ুন। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এসব নির্দেশ মেনে চলার তৌফিক দিন।

নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার মূর্তপ্রতীক বদরী সাহাবীগণ

হযরত তুলায়েব বিন উমায়ের, হযরত সালেম মওলা আবি হুযায়ফা এব হযরত ইতবান বিন মালিক রাযিআল্লাহু আনহুম ওয়া রাযু আনহুর পবিত্র জীবনালেখ্য নিয়ে আলোচনা।

মাননীয় গোলাম মুস্তাফা আওয়ান সাহেব এবং কাঠগড়ি নিবাসী মাননীয়া আমাতুল হাই সাহেবার (মহম্মদ নাওয়ায সাহেবের স্ত্রী) মৃত্য সংবাদ, মরহুমদের প্রশংসাসূচক গুণাবলীর উল্লেখ এবং জানাযা গায়েব।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে প্রদত্ত ২৯ মার্চ , ২০১৯, এর জুমুআর খুতবা (২৯ তবলীগ, ১৩৯৮ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: আজও আমি বদরী সাহাবীদের স্মৃতিচারণ করব। তাদের মাঝে সর্বপ্রথম স্মৃতিচারণ করা হচ্ছে হযরত তোলায়েব বিন উমায়েরের। তার ডাকনাম ছিল আবু আদী। তার মায়ের নাম ছিল আরওয়া, যিনি আব্দুল মুত্তালিবের কন্যা এবং মহানবী (সা.) এর ফুপু ছিলেন। আমি যেমনটি বলেছি, তার ডাকনাম ছিল আবু আদী। তিনি প্রারম্ভিক যুগে ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন ছিলেন। মহানবী (সা.) দ্বারে আরকামে অবস্থানকালে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

(উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৯৩, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া কর্তৃক বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৩)

আবু সালামা বিন আব্দুর রহমান বর্ণনা করেন যে, হযরত তোলায়েব বিন উমায়ের দ্বারে আরকামে ঈমান এনেছিলেন। এরপর সেখান থেকে বেরিয়ে তিনি নিজের মায়ের কাছে যান এবং তাকে বলেন যে, আমি মুহাম্মদ (সা.) এর আনুগত্য স্বীকার করেছি এবং বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহ্‌র সত্তায় ঈমান এনেছি। তার মা বলেন, তোমার মামার পুত্র অর্থাৎ মহানবী (সা.)'ই তোমার সাহায্য এবং সহযোগিতার সবচেয়ে বেশি অধিকার রাখেন। অর্থাৎ তিনি তার সমর্থন করতে গিয়ে বলেন যে, তুমি ঈমান এনে খুব ভালো করেছ। এরপর বলেন যে, খোদার কসম, যদি আমাদের মহিলাদের ভেতরও পুরুষদের মতো শক্তি থাকতো তাহলে আমরাও অবশ্যই তাঁর (সা.) আনুগত্য করতাম এবং তাঁর সাহায্য-সমর্থন ও নিরাপত্তা বিধান করতাম। হযরত তোলায়েব তার মা-কে বলেন, তাহলে আপনি ইসলাম গ্রহণ করে মহানবী (সা.) এর অনুসরণ কেন করছেন না? এই ছিল তার ঈমানী চেতনা ও প্রেরণা। তিনি বলেন, আপনার ভাই হামযাও তো মুসলমান হয়ে গেছেন। তিনি বলেন, আমি আমার বোনদের প্রতিক্রিয়া দেখি, এরপর আমিও তাদের (অর্থাৎ ঈমান আনয়নকারীদের) অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। হযরত তোলায়েব বলেন, আমি আল্লাহ্‌র দোহাই দিয়ে আপনাকে বলছি যে, আপনি মহানবী (সা.) এর সমীপে যান এবং তাকে সালাম করুন আর তাঁর সত্যায়ন করুন। আর সাক্ষ্য দিন যে, আল্লাহ্ ছাড়া কেউ ইবাদতের যোগ্য নয় এবং মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্‌র রসূল। তখন তার মা বলেন, আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কেউ ইবাদতের যোগ্য নয় আর মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্‌র রসূল। এরপর নিজের কথার মাধ্যমেও তিনি মহানবী (সা.) এর সমর্থন করতেন আর ছেলেকেও মহানবী (সা.)-কে সাহায্য করা এবং তাঁর আনুগত্য করার নসীহত করতেন।

(আল মুসতাদরিক আলাস সালেহীন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৬৬, হাদীস-৫০৪৭, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া কর্তৃক বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০২)

তার সম্পর্কে বলা হয় যে, ইসলামে তিনি সেই প্রথম ব্যক্তি যিনি মহানবী (সা.) এর অবমাননার কারণে কোন মুশরেককে আহত করেছিলেন। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, একবার অউস বিন সাবরা সাহ্‌মী মহানবী (সা.) সম্পর্কে বাজে কথা বলছিল। হযরত তোলায়েব উটের চোয়ালের হাড় মেরে তাকে আহত করেন। কেউ তার মা আরওয়া'র কাছে অভিযোগ করে যে, আপনি কি দেখছেন না যে, আপনার ছেলে কী করেছে? তিনি উত্তরে বলেন, **'ইন্না তোলায়বান নাসারা ইবনা খালিহি ওয়া সাআহু ফী দামেহী ওয়া মালিহী'** অর্থাৎ তোলায়েব তার মামাতো ভাইকে সাহায্য করেছে। সে তার রক্ত এবং সম্পদ দ্বারা তাঁর প্রতি সহানুভূতি ব্যক্ত করেছে। কারো কারো মতে তিনি যাকে মেরেছিলেন তার নাম ছিল আবু ইহাব বিন উযায়ের দ্বারমি। আর কোন কোন রেওয়ায়েত অনুসারে যে ব্যক্তিকে হযরত তোলায়েব আহত করেছিলেন সে আবু লাহাব বা আবু জাহাল ছিল। একটি রেওয়ায়েত অনুসারে তার মাকে যখন তার হামলা করা সম্পর্কে অভিযোগ করা হয়, তখন তিনি বলেন, তোলায়েবের জীবনের সর্বোত্তম দিন সেটি যেদিন সে তার মামাতো ভাই অর্থাৎ মহানবী (সা.) এর নিরাপত্তা বিধান করবে, যিনি আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে সত্য সহকারে এসেছেন।

(আল আসাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৩৯, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া কর্তৃক বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯৫) (আলমুসতাদরিক আলাস সালেহীন লিল হাকিম, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৫৭, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া কর্তৃক বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০২)

হযরত তোলায়েব ইথিওপিয়ায় হিজরতকারী মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু যখন ইথিওপিয়ায় কুরাইশদের মুসলমান হওয়ার গুজব ছড়িয়ে পড়ে, তখন ইথিওপিয়া থেকে কতিপয় মুসলমান মক্কায় ফিরে আসেন। হযরত তোলায়েবও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

(সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ১৬৯, দার ইবনে হাযাম কর্তৃক বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৯)

যেভাবে পূর্বেও বর্ণনা করা হয়েছে যে, হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবের মতে কতক ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গী হলো তখন এই উড়ো খবর আসে যে, কুরাইশরা মুসলমান হয়ে গেছে আর মক্কা এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ। এ কারণে কেউ কেউ চিন্তাভাবনা না করেই ফিরে আসেন। এরপর তারা জানতে পারেন যে, এই খবর মিথ্যা। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য আমি কয়েক সপ্তাহ পূর্বের খুতবায় তুলে ধরেছিলাম। যাহোক তারা ফিরে এসে যখন সত্য জানতে পারে, তখন তাদের কতক মক্কার নেতা বা সর্দারদের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করে, আর কতক সত্য জানার পর ফিরে যায়, কেননা এই সংবাদ পুরোটাই মিথ্যা ছিল। এই গুজব কেন ছড়িয়েছিল তা আমি পূর্বেই বর্ণনা করেছি, তাই এখানে আর বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই।

যাহোক যে সাহাবীরা ফিরে গেছেন তারা এ কারণে ফিরে গেছেন কেননা কুরাইশের অত্যাচার ও নির্যাতন প্রতিদিন প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। মুহাম্মদ (সা.)-এর নির্দেশে অন্যান্য মুসলমানরা সংগোপনে ধীরে ধীরে দু'একজন

করে হিজরত করছিলেন। বলা হয় যে, ইথিওপিয়ায় হিজরতকারীদের সংখ্যা ১০১ পর্যন্ত পৌঁছে যায়, যাদের মাঝে ১৮জন মহিলাও ছিলেন, আর মহানবী (সা.) এর কাছে স্বল্পসংখ্যক মুসলমান রয়ে যান। ফিরে আসার পর মুসলমানরা যে পুনরায় ইথিওপিয়ার দিকে হিজরত করেছিল, ঐতিহাসিকরা এই হিজরতকেই ইথিওপিয়ার দ্বিতীয় হিজরত নামে অভিহিত করেন।

(হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ রচিত, 'সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ১৪৭ ও ১৪৯)

হযরত তোলায়েব যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় আসেন তখন তিনি আব্দুল্লাহ্ বিন সালমা আজলানীর ঘরে অবস্থান করেন। মহানবী (সা.) হযরত তোলায়েব এবং হযরত মুনযের বিন আমরের মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেন। হযরত তোলায়েব বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি জ্যেষ্ঠ সাহাবীদের মাঝে গণ্য হন। তিনি আজনাদাইন এর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন যা ত্রয়োদশ হিজরীর জমাদিউল উলা মাসে সংঘটিত হয়েছিল। সেই যুদ্ধেই ৩৫ বছর বয়সে তিনি শাহাদত বরণ করেন। আজনাদাইন সিরিয়ার কোন একটি অঞ্চলের নাম যেখানে ত্রয়োদশ হিজরীতে মুসলমান এবং রোমানদের মাঝে যুদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু কারো কারো মতে তিনি ইয়ারমুকের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৯১, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০) (উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৯৪, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া কর্তৃক বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৩) (মুজামুল বুলদান, ১ম খণ্ড, পৃ: ১২৯, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া কর্তৃক বেরুত থেকে প্রকাশিত)

পরবর্তী সাহাবী, যার স্মৃতিচারণ হচ্ছে, তার নাম হলো হযরত সালেম মওলা ইবনে আবি হুযায়ফা। তার ডাকনাম ছিল আবু আব্দুল্লাহ্। তার পিতার নাম ছিল মা'কেল। তিনি ইরানের ইসতাখের এর অধিবাসী ছিলেন। তিনি জ্যেষ্ঠ সাহাবীদের মাঝে গণ্য হন। তিনি একজন মুহাজেরও ছিলেন। তিনি মহানবী (সা.)-এর পূর্বে মদীনায় হিজরত করেছিলেন। মহানবী (সা.) হযরত সালেম এবং হযরত মুআয বিন মায়েস এর মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেন।

(উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৮২-৩৮৩, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া কর্তৃক বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৩)

হযরত সালেম সুবায়তা বিনতে ইয়ার এর দাস ছিলেন, যিনি ছিলেন হযরত আবু হুযায়ফার স্ত্রী। হযরত সুবায়তা হযরত সালেমকে সায়েবা রীতি অনুসারে মুক্তি দেন। সে যুগে ক্রীতদাস সংক্রান্ত রীতি ছিল যে, কাউকে যদি মুক্তি দেওয়া হয় আর সেই মুক্ত দাস যদি মারা যায়, তবে মৃত্যুর পর তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতো মুক্তিদাতা। সায়েবা সেই দাসকে বলা হয় যার মালিক তাকে মুক্ত করে দেয় আর তাকে আল্লাহ্ তা'লার পথে ছেড়ে দেয়। এর অর্থ হলো এখন সেই দাসের মৃত্যুর পর তার সম্পত্তির ওপর মুক্তিদাতা ব্যক্তির কোন অধিকার নেই। হযরত সালেমকে হযরত আবু হুযায়ফা পালক পুত্র হিসেবে অবলম্বন করেছিলেন। এরপর তাকে সালেম বিন আবি হুযায়ফা নামে ডাকা হতে থাকে। হযরত আবু হুযায়ফা তার ভাতিজি ফাতেমা বিনতে ওয়ালীদকে তার সাথে বিয়ে দেন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৬৩, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০)

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَٰكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

(সূরা আহযাব: ০৬)

এই আয়াতের অনুবাদ হলো, তোমাদের উচিত পালক-সন্তানদের তাদের পিতার নামে ডাকা, এটি খোদার দৃষ্টিতে অধিক ন্যায়সঙ্গত কাজ, আর যদি তোমাদের জানা না থাকে যে, তাদের পিতা কে, তাহলেও তারা তোমাদের ধর্মীয় ভাই এবং ধর্মীয় বন্ধু। আর তোমরা পূর্বে ভুলবশত যা করেছ এর জন্য তোমাদের বিরুদ্ধে কোন পাপ বর্তাবে না, কিন্তু যে (অন্যায়) কাজ তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে কর তা শাস্তিযোগ্য। আর আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক তওবাকারীর জন্য অতীব ক্ষমাশীল, বারবার কৃপাকারী।

বলা হয় যে, এই আয়াত নাযেল হওয়ার পর হযরত সালেমকে মওলা আবি হুযায়ফা নামে ডাকা হত। অর্থাৎ তাকে মুক্ত করার পর প্রথমে তাকে আবু হুযায়ফার পুত্র নামে ডাকা হত, কিন্তু পরে মুক্ত ক্রীতদাস বা বন্ধু আখ্যায়িত হন। মুহাম্মদ বিন জাফর বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু হুযায়ফা এবং হযরত সালেম মওলা আবি হুযায়ফা যখন মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন তখন উভয়েই আব্বাদ বিন বিশরের বাড়িতে অবস্থান করেন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৬২, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০)

হযরত ইবনে উমরের পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রাথমিক মুহাজেরগণ যখন মক্কা থেকে মদীনা আসেন, তারা কুবার পাশে উসবা নামক স্থানে অবস্থান করেন। হযরত সালেম তাদের নামায পড়াতেন কেননা তিনি তাদের সবার চেয়ে বেশি পবিত্র কুরআন জানতেন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৬৪, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০)

মাসুদ বিন হুনায়দা বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর সাথে যখন আমরা কুবায় অবস্থান করলাম, সেখানে একটি মসজিদ দেখি যেখানে সাহাবীরা বায়তুল মুকাদদাসমুখী হয়ে নামায পড়তেন আর হযরত আবু হুযায়ফার মুক্ত দাস হযরত সালেম তাদের নামায পড়াতেন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৩৩, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০)

হযরত সালেম কুরআনের ক্বারী ছিলেন। তিনি সেই চারজন সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদের সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছিলেন যে, তাদের কাছে কুরআন শিখ।

(উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৮২, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৩)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন, জ্ঞান গরীমার ক্ষেত্রেও কতিপয় মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস অনেক বড় মর্যাদা লাভ করেছেন। অতএব আবু হুযায়ফার মুক্ত দাস সালেম বিন মা'কেল বিশিষ্ট আলেম সাহাবী হিসেবে গণ্য হতেন। মহানবী (সা.) পবিত্র কুরআন শেখার জন্য যে চারজন সাহাবীকে নির্ধারণ করেছিলেন, সালেমও তাদের একজন ছিলেন।

(হযরত মির্যা বশীর আহমদ, এম.এ রচিত 'সীরাত খাতামান্নাবীঈন', পৃ: ৩৯৯)

ইতিহাসের আলোকে এ সম্পর্কে তিনি আরো বলেন, হযরত সালেম বিন মা'কেল, যিনি আবু হুযায়ফা বিন উতবার এক তুচ্ছ মুক্তিপ্রাপ্ত দাস ছিলেন, তিনি নিজের জ্ঞান গরীমায় এত উন্নতি করেন যে, মহানবী (সা.) মুসলমানদের মধ্য থেকে যে চারজন সাহাবীকে কুরআন শেখানোর জন্য নিযুক্ত করেছিলেন আর এই বিষয়ে যাদেরকে তাঁর নায়েব হওয়ার যোগ্য মনে করতেন, তাদের মাঝে সালেমও একজন ছিলেন।

(হযরত মির্যা বশীর আহমদ, এম.এ রচিত 'সীরাত খাতামান্নাবীঈন', পৃ: ৪০৩)

একটি রেওয়ায়েত অনুসারে মহানবী (সা.) বলেছেন এই চারজন সাহাবীর কাছে কুরআন শিখ, অর্থাৎ ১.আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ, ২. হযরত সালেম মওলা আবি হুযায়ফা, ৩. হযরত উবাই বিন কাব এবং ৪. মায বিন জাবাল।

(সহী আল বুখারী, কিতাব ফাযায়েলু আসহাবিন নবী , হাদীস: ৩৭৫৮)

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার মহানবী (সা.) এর কাছে আসতে হযরত আয়েশার কিছুটা বিলম্ব হয়। মহানবী (সা.) দেরিতে আসার কারণ জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, একজন ক্বারী অত্যন্ত সুললিত কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করছেন, তার তিলাওয়াত শুনছিলাম, যে কারণে বিলম্ব হয়েছে। মহানবী (সা.) চাদরাবৃত হয়ে বাইরে এসে দেখেন, হযরত সালেম তিলাওয়াত করছেন। তখন তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞ যিনি আমার উম্মতে তোমার মতো ক্বারী সৃষ্টি করেছেন।

(উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৮৩, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৩)

ওহুদের যুদ্ধে মহানবী (সা.) যখন আহত হন তখন তাঁর ক্ষতস্থান ধৌত করার সৌভাগ্যও হযরত সালেমেরই হয়। কাতাদার পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, ওহুদের যুদ্ধের দিন মহানবী (সা.) তাঁর ললাট এবং ছেদন দন্ত আর সম্মুখ দাঁতের মধ্যবর্তী দাঁতে আঘাত পান। তখন আবু হুযায়ফার মুক্ত ক্রীতদাস

রসুলের বাণী

"যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে না, সে খোদার প্রতিও কৃতজ্ঞ নয়। "

(তিরমিযী, বাব মা জাআ ফিশশুকরে লেমান আহসানা ইলাইকা)

দোয়াপ্রার্থী: আজকারুল ইসলাম, জামাত আহমদীয়া আমাইপুর, বীরভূম

হযরত সালেম মহানবী (সা.) এর ক্ষতস্থান ধৌত করছিলেন। আর মহানবী (সা.) বলছিলেন যে, সেই জাতি কীভাবে সফল হতে পারে যারা নিজেদের নবীর সাথে এরূপ আচরণ করেছে। তখন আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন যে, لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ

(সূরা আলে ইমরান: ১২৯)

অর্থাৎ এ বিষয়ে তোমার কোন কর্তৃত্ব নেই যে, তিনি তাদের তওবা গ্রহণ করত তাদের ক্ষমা করবেন নাকি শাস্তি দিবেন, তারা নিশ্চিতরূপে সীমালঙ্ঘনকারী।

(আততাবকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৫, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০)

এটি মনোযোগ সহকারে শোনার মতো একটি কথা। হযরত সালেম বলেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, কিয়ামত দিবসে এমন এক জাতিকে উপস্থিত করা হবে যাদের পুণ্য তেহামা পর্বতের সমান। (তেহামা আরব উপকূলের একটি নিম্নভূমির নাম যা সিনা পর্বত থেকে আরম্ভ হয়ে আরবের দক্ষিণ-পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তৃত। তেহামা একটি পর্বতশ্রেণি যা লোহিত সাগর থেকে আরম্ভ হয়। তিনি বলেন-) তাদের পুণ্যও তেহামার পর্বতসম হবে। কিন্তু তা যখন উপস্থাপন করা হবে তখন খোদা তা'লা তাদের সকল পুণ্য বিনষ্ট করে দিবেন। আর এরপর তাদেরকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করবেন। তখন হযরত সালেম বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত, আমাদের জন্য এমন লোকদের চিহ্নিত করুন যেন আমরা তাদেরকে চিনতে পারি। সেই সত্তার কসম যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, আমার আশঙ্কা হয় যে, কোথাও আমি তাদের মতো না হয়ে যাই। মনোযোগ সহকারে শোনার মতো কথা এটি। মহানবী (সা.) বলেন, তারা এমন মানুষ হবে যারা হয়ত রোযাও রাখতো, নামাযও পড়তো, আর রাতে খুব কমই ঘুমাতো অর্থাৎ নফল পড়তো, কিন্তু তাদের সামনে যখনই কোন অবৈধ জিনিস উপস্থাপন করা হয় তারা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অর্থাৎ সেসব পুণ্য সত্ত্বেও তারা জাগতিক লোভলিপ্সার শিকার হবে আর হারাম ও হালালের মধ্যে পার্থক্য করবে না। এ কারণে আল্লাহ্ তা'লা তাদের কর্ম বিনষ্ট করবেন।

[মুয়ারেফুল ইসলামিয়া (উর্দু), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৮৫১, দানিশগাহ, লাহোর পাঞ্জাব, ২০০৫) (মারেফাতুস সাহাবা লি আবি নাঈম, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৮৩, হাদীস নং ৩৪৫৬, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০২)

হযরত সোবান থেকে বর্ণিত যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, আমি আমার উম্মতের এমন কিছু লোক সম্পর্কে জানি যারা কিয়ামত দিবসে তেহামার পর্বতসম উজ্জ্বল পুণ্য সাথে নিয়ে উপস্থিত হবে। কিন্তু মহাসম্মানিত ও প্রতাপান্বিত আল্লাহ্ সেগুলোকে গুরুত্বহীন বা মূল্যহীন আখ্যা দিয়ে বাতাসে ছুড়ে মারবেন। এ সম্পর্কে আরেকজন বর্ণনাকারীর বর্ণনাও রয়েছে। সোবান বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) আমাদের জন্য তাদের কোন লক্ষণ বলে দিন, তাদের সম্পর্কে আমাদেরকে স্পষ্ট করে বলুন, যেন আমরা অজান্তে তাদের মতো না হয়ে যাই। মহানবী (সা.) বলেন, তারা তোমাদেরই ভাই। তারা তোমাদেরই বর্ণের এবং তোমাদেরই সমশ্রেণির মানুষ। আর রাতের বেলায় ইবাদত ইত্যাদির জন্য সেভাবেই সময় দেয় যেভাবে তোমরা দিয়ে থাক। অর্থাৎ ইবাদতকারীও হয়ে থাকবে। কিন্তু তারা এমন মানুষ যে, যখন আল্লাহ্ কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয়াদির সম্মুখীন হয় তখন সেগুলোর প্রতি অসম্মানজনক ব্যবহার করে বা এর সম্মানকে পদদলিত করে।

(সুনানে ইবনে মাজা, কিতাবুয যোহদ, হাদীস নং- ৪২৪৫)

যেসব বিষয় আল্লাহ্ তা'লা নিষেধ করেছেন, হারাম আখ্যা দিয়েছেন, সেগুলো সম্পর্কে তাদের এই অনুভূতিই থাকে না যে, কোনটি হালাল আর কোনটি হারাম। আর এরপর জাগতিকতা তাদের ওপর ছেয়ে যায়। অতএব স্থায়ীভাবে এটি চিন্তা ও ভয়ের একটি স্থান। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে সর্বদা নিজেদের আত্মপর্যালোচনা করার তৌফিক দান করুন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমরের পুত্রদের নাম সালেম, ওয়াকদ আর আব্দুল্লাহ্ ছিল, যা তিনি কতিপয় জ্যেষ্ঠ সাহাবীর নামে রেখেছিলেন। তাদের একজনের নাম সালেমও ছিল যা আবু হুযায়ফার মুক্ত দাস সালেমের নামে রাখা হয়েছিল। সাঈদ বিন আলমুসাইয়্যেব বর্ণনা করেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর আমাকে বলেন, তুমি কি জান আমি আমার পুত্রের নাম সালেম কেন রেখেছি। তিনি বলেন, আমি বললাম, আমি জানি না। তখন তিনি বলেন, আমি আমার পুত্রের নাম আবু হুযায়ফার মুক্ত দাস হযরত সালেম এর নাম অনুযায়ী সালেম রেখেছি। পুনরায় তিনি বলেন, তুমি কি জান আমি পুত্রের নাম ওয়াকদ কেন রেখেছি। আমি বললাম যে, না, জানি না। তখন তিনি বলেন, হযরত ওয়াকদ বিন আব্দুল্লাহ্ ইয়ারবুঈ'র নামে এই নাম রেখেছি। এরপর জিজ্ঞেস করেন যে, তুমি কি জান আমি আমার পুত্রের নাম আব্দুল্লাহ্ কেন রেখেছি। যখন আমি বললাম যে, জানি না। তখন তিনি বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা'র নামে আব্দুল্লাহ্ রেখেছি।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১১৯, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০)

প্রবীণ সাহাবীদের তিনি অনেক সম্মান করতেন আর কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে জ্যেষ্ঠ বুযুর্গদের নামে নিজের পুত্রদের নামকরণ করতেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর কর্তৃক বর্ণিত যে, একটি যুদ্ধে আমরা মহানবী (সা.) এর সাথে ছিলাম। কতিপয় লোক ঘাবড়ে গিয়েছিল, (অর্থাৎ প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হলে কয়েকজন ঘাবড়ে যায়) তিনি বলেন, আমি আমার অস্ত্র নিয়ে বের হই, আমার দৃষ্টি হযরত আবু হুযায়ফার মুক্ত দাস হযরত সালেমের ওপর পড়ে। তার কাছেও তার অস্ত্রশস্ত্র ছিল, আর চেহারা ছিল গাম্ভীর্যপূর্ণ এবং প্রশান্ত, কোন ভয়ভীতি ছিল না। তিনি এগিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি স্থির করলাম যে, আমি এই নেক ব্যক্তির পদাঙ্ক অনুসরণ করব। এক পর্যায়ে আমরা রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর কাছে পৌঁছে যাই এবং তাঁর কাছে বসে পড়ি। মহানবী (সা.) অপ্রসন্নচিত্তে বের হন এবং বলেন যে, হে মানবসকল! এই ভয়ভীতির কারণ কী? এই দুইজন মু'মিন যে দৃঢ়চিত্ততা প্রদর্শন করেছে তোমরা কি তা-ও প্রদর্শন করতে পারলে না!

(আত তারিখুল কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১২৭, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০১)

ভয় পাওয়া উচিত নয়, যেমনটি হযরত সালেম এবং তার এই সঙ্গী ছিলেন, যারা সকল প্রকার ভয়শূন্য হয়ে এই কঠিন সময়েও অবিচল ছিলেন।

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন যে, মক্কা বিজয়ের ঘটনার পর মহানবী (সা.) মক্কার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সমূহে ছোট ছোট সৈন্যদল প্রেরণ করেন যেন তারা এসব গোত্রকে ইসলামের দিকে আহ্বান করতে পারে। কিন্তু তিনি এসব সৈন্যদলকে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেন নি। তবলীগের জন্য পাঠিয়েছিলেন আর বলেছিলেন যে, যুদ্ধ করবে না। মহানবী (সা.) হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদকে বনু জযীমা গোত্রের প্রতি ইসলামের তবলীগের জন্য প্রেরণ করেন। হযরত খালেদকে দেখতেই তারা অস্ত্র হাতে তুলে নেয়। হযরত খালেদ বলেন যে, মানুষ মুসলমান হয়ে গেছে তাই এখন আর অস্ত্র হাতে নেওয়ার প্রয়োজন নেই। তাদের মাঝে এক ব্যক্তি জাহদাম বলে যে, আমি কোনভাবেই অস্ত্র সমর্পন করবো না, কেননা সে হলো খালেদ। আমি তাকে বিশ্বাস করি না। খোদার কসম, অস্ত্র সমর্পন করার পর আমাদের বন্দি হতে হবে আর বন্দি হওয়ার পর শিরোচ্ছেদ করা হবে। তার জাতির কতক ব্যক্তি তাকে পাকড়াও করে এবং বলে, হে জাহদাম! তুমি কি চাও যে, আমাদের রক্তপাত ঘটুক। নিশ্চয় মানুষ অস্ত্র সমর্পণ করেছে আর যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। এরপর তারা তার কাছ থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নেয় এবং সে-ও অস্ত্র সমর্পণ করে। এরপর হযরত খালেদ তাদের কতককে হত্যা করেন আর কতককে বন্দি করেন। আর আমাদের প্রত্যেকের হাতে তাদের নিজ নিজ বন্দিকে তুলে দেন। আর পরের দিন এই নির্দেশ দেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তি যেন নিজের বন্দিকে হত্যা করে। আবু হুযায়ফার মুক্ত দাস হযরত সালেম বলেন, খোদার কসম আমি আমার বন্দিকে কখনওই হত্যা করবো না। আর আমার কোন সাথিও এমনটি করবে না।

ইবনে হিশাম বলেন, তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বেরিয়ে মহানবী (সা.) এর কাছে আসে আর পুরো ঘটনা বর্ণনা করে। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন যে, খালেদের এমন কর্মকে কেউ অপছন্দ করেছে কি? অর্থাৎ মহানবী (সা.) এই কাজকে অপছন্দ করেছেন। তিনি (সা.) প্রশ্ন করলে তারা নিবেদন করে যে, জি হ্যাঁ, মাঝারি গড়নের এক শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তি অপছন্দ করেছিল। খালেদ তাকে ধমক দিলে তিনি চুপ হয়ে যান। এছাড়া দীর্ঘকায় অপর এক ব্যক্তি এই কাজকে অপছন্দ করলে খালেদ তার সাথেও ঝগড়া করেন। তাদের মাঝে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ও হয়। তখন হযরত উমর বিন খাত্তাব বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) আমি তাদের উভয়কে চিনি। একজন হলো আমার পুত্র আব্দুল্লাহ্ আর দ্বিতীয়জন হলো আবু হুযায়ফার মুক্ত দাস হযরত সালেম। ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন যে, এরপর মহানবী (সা.) হযরত আলীকে ডেকে বলেন, তাদের কাছে যাও আর বিষয়টি দেখ যে, কী হয়েছে, কেন এমন হয়েছে, আর অজ্ঞতার যুগের মত বিষয় হলে, সেটিকে পদতলে পিষ্ট কর। এটি একান্ত অজ্ঞতাপ্রসূত একটি কাজ হয়েছে, এটিকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে দাও। অতএব হযরত আলী সেই সম্পদ নিয়ে অগ্রসর হন যা রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে

দিয়েছিলেন। তিনি (সা.) হযরত আলীকে শুধু খালি হাতে পাঠান নি বরং অনেক ধনসম্পদসহ প্রেরণ করেছেন। আর তাদের প্রাণ ও সম্পদের যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তিনি তার রক্তপণ পরিশোধ করেন। অর্থাৎ অন্যায়ভাবে প্রাণ ও সম্পদের যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার রক্তপণ পরিশোধের জন্য তা পাঠিয়েছেন। এরপরও হযরত আলীর কাছে কিছু সম্পদ গচ্ছিত থেকে যায়। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন যে, এমন কেউ বাকি আছে কি যার সম্পদের ক্ষতিপূরণ ও প্রাণের রক্তপণ পরিশোধ হয় নি? তারা বলে, না, ন্যায়সঙ্গতভাবে সবকিছু পরিশোধ করা হয়েছে, কোন কিছু অসম্পূর্ণ নেই। হযরত আলী বলেন, আমি তা সত্ত্বেও সেই সতর্কতা হিসেবে, যা মহানবী (সা.) অবলম্বন করেন, এই সম্পদ তোমাদের হাতে তুলে দিচ্ছি কেননা তিনি যা জানেন তা তোমরা জান না। তিনি এই সম্পদ তাদের হাতে তুলে দেওয়ার পর মহানবী (সা.) এর কাছে ফিরে আসেন এবং তাঁকে তা অবহিত করেন যে, আমি এভাবে কাজ সমাধা করে এসেছি। মহানবী (সা.) বলেন যে, তুমি সুচারুরূপে সেই কাজ সম্পন্ন করেছ। এরপর তিনি কিবলামুখী হয়ে উভয় হাত উঠিয়ে তিনবার এই দোয়া করেন, **"আল্লাহুম্মা ইন্নি আবরাউ ইলাইকা মিম্মা সানাআ খালেদ ইবনু ওয়ালীদ।"** অর্থাৎ হে আল্লাহ্! খালেদ বিন ওয়ালীদ যা করেছে সে বিষয়ে আমি তোমার দরবারে দায়মুক্তির ঘোষণা দিচ্ছি।

(সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ৫৫৭-৫৫৮, দার ইবনে হাযাম কর্তৃক বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৯) (সহী আল বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, বাব বাআসাননবী, হাদীস: ৪৩৩৯)

অত্যন্ত অন্যায় কাজ হয়েছে। অতএব কোন আপনজনও যদি অন্যায় করে থাকে মহানবী (সা.) শুধু তার প্রতি অসন্তোষই প্রকাশ করেন নি, বরং এর ক্ষতিপূরণও দিয়েছেন। তাদের রক্তপণ পরিশোধ করেছেন। আর নির্যাতিতদের মানসিক প্রশান্তির ব্যবস্থা করারও সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। যদিও তারা শত্রু ছিল, যাদের কতক অস্ত্রও হাতে নিয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও যা হয়েছে তা তিনি পছন্দ করেন নি। এই ছিল তাঁর (সা.) ন্যায়বিচারের মান।

ইবরাহীম বিন হানযালা নিজ পিতার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন যে, ইয়ামামার যুদ্ধের দিন আবু হুযায়ফার মুক্ত দাস হযরত সালেমকে বলা হয়েছে যে, আপনি পতাকার সুরক্ষা করুন। অথচ কেউ কেউ বলেছিল যে, আমরা আপনার জীবনের বিষয়ে শঙ্কিত। তাই আমরা আপনার পরিবর্তে অন্য কারো হাতে পতাকা ন্যস্ত করছি। তখন হযরত সালেম বলেন, আমি কুরআন শরীফের গভীর জ্ঞান রাখি। আর এই জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও যদি আমি এর ওপর আমলকারী না হই তাহলে এটি খুবই মন্দ কথা, অথবা যদি প্রাণের ভয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আর পবিত্র কুরআনের নির্দেশ পালন না করি তাহলে কুরআনের এমন জ্ঞান থেকে আমার কী লাভ। যাহোক লড়াইয়ের সময় যখন তার ডান হাত কাটা পড়ে তখন তিনি নিজের বাম হাতে পতাকা ধরে রাখেন। আর যখন বাম হাতও কাটা পড়ে তখন পতাকাকে ঘাড়ের সাথে আটকে রাখেন। আর এই বাক্য পড়তে থাকেন وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُوْلٌ (ال عمران:145) وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.) কেবল আল্লাহ্ তা'লার একজন রসূল। আর কতই না এমন নবী ছিলেন যাদের সাথি হয়ে বহু খোদাপ্রেমিক লোকেরা যুদ্ধ করেছে। (আলে ইমরান, আয়াত: ১৪৫ ও ১৪৭) হযরত সালেম যখন পড়ে যান তখন সাথিদের জিজ্ঞেস করেন যে, আবু হুযায়ফার কী অবস্থা। মানুষ উত্তর দেয় যে, তিনি শহীদ হয়ে গেছেন। এরপর অপর এক ব্যক্তির নাম নিয়ে জিজ্ঞেস করেন যে, সে কী করেছে। তখন উত্তর আসে যে, তিনিও শহীদ হয়ে গেছেন। এতে হযরত সালেম বলেন, আমাকে তাদের দু'জনের মাঝে শুইয়ে দাও। তিনি শহীদ হয়ে গেলে হযরত উমর (রা.) তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি সুবায়তা বিন ইয়ার এর কাছে প্রেরণ করেন। তিনি হযরত সালেমকে মুক্ত করেছিলেন। কিন্তু তিনি এই পরিত্যক্ত সম্পত্তি গ্রহণ করেন নি এবং বলেন, আমি তাকে সায়েবা হিসেবে অর্থাৎ শুধুমাত্র খোদার খাতিরে স্বত্বহীনভাবে মুক্ত করেছিলাম। এরপর হযরত উমর তার পরিত্যক্ত সম্পত্তিকে বায়তুল মালে জমা করে দেন।

(উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৮৪, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া কর্তৃক বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৩)

মুহাম্মদ বিন সাবেত বর্ণনা করেন যে, ইয়ামামা'র যুদ্ধে মুসলমানরা যখন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে তখন হযরত সালেম বলেন, আমরা মহানবী (সা.) এর সাথে এমন করতাম না, অর্থাৎ পলায়ন করতাম না। তিনি নিজের জন্য একটি গর্ত খনন করেন, আর তাতে দাঁড়িয়ে যান, সেদিন তার কাছে মুহাজেরদের পতাকা ছিল। অতঃপর তিনি বীরত্বের সাথে লড়াই করতে করতে শহীদ হন। তিনি ১২ হিজরীতে সংঘটিত ইয়ামামা'র যুদ্ধে শহীদ হন। আর এই ঘটনা হযরত আবু বকরের খিলাফতকালে সংঘটিত হয়। এই উদ্বৃতিটি তাবাকাতুল কুবরা'র।

(আততাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৬৪-৬৫, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া কর্তৃক বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০)

হযরত যায়েদ বিন সাবেত থেকে বর্ণিত যে, যখন হযরত সালেম শহীদ হন তখন মানুষ বলতো যে, কুরআনের এক চতুর্থাংশ যেন চলে গেল।

(আল মুসতাদরিক আলাস সালেহীন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৫১-২৫২, কিতাব মারেফাতুস সাহাবা, হাদীস: ৫০০৪, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া কর্তৃক বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০২)

অর্থাৎ মহানবী (সা.) যে চারজন আলেমের কাছে কুরআন শেখার উপদেশ দিয়েছিলেন, তাদের একজন চলে গেছেন।

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো, হযরত ইতবান বিন মালেক (রা.)। হযরত ইতবান বিন মালেক খাযরাজ গোত্রের বনু সালেম বিন অওফ শাখার সদস্য ছিলেন। মহানবী (সা.) তার এবং হযরত উমর (রা.)'র মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন রচনা করেছিলেন। তিনি বদর, ওহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে অংশ নেন। মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় তার দৃষ্টিশক্তি ক্রমশ লোপ পেতে থাকে। হযরত মুয়াবিয়ার শাসনকালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

(আততাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪১৫-৪১৬, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া কর্তৃক বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০)

মহানবী (সা.) যখন মদীনায় আগমন করেন তখন হযরত ইতবান বিন মালেক তার সঙ্গীদের সাথে নিয়ে এগিয়ে যান আর তাঁর (সা.) সমীপে তাদের বাড়িতে অবস্থান করার অনুরোধ জানান। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, আমার উষ্ট্রীকে ছেড়ে দাও, এটি এখন আদিষ্ট, অর্থাৎ খোদা যেখানে চাইবেন, এটি নিজেই সেখানে বসে পড়বে।

(সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ২২৮-২২৯, দার ইবনে হাযাম কর্তৃক বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৯) (হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ রচিত 'সীরাত খাতামান্নাবীঈন' পৃ: ২৬৭-২৬৮ থেকে উদ্ধৃত)

হযরত উমর বর্ণনা করেন, আমি এবং আনসারদের মাঝ থেকে আমার এক প্রতিবেশি 'বনু উমাইয়া বিন যায়েদ' নামক একটি জনপদে বসবাস করতাম। এটি মদীনায় সেসব গ্রামের অন্তর্ভুক্ত যা মদীনার আশেপাশের উঁচু জায়গায় অবস্থিত ছিল। আমরা পালাক্রমে মহানবী (সা.)-এর কাছে যেতাম। একদিন সে যেতো আরেকদিন আমি যেতাম। আমি যখন যেতাম তখন সেদিনের ওহী ও অন্যান্য সংবাদ আমি তার কাছে নিয়ে আসতাম আর সে যখন যেত তখন সেও এমনটিই করতো। তিনি বলেন, একবার আমার আনসারী সাথী নিজের পালায় যায় এবং ফিরে এসে সজোরে আমার দরজায় করাঘাত করে আর আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে যে, উনি আছেন কি? আমি উদ্বিগ্ন হয়ে বাইরে আসি। তখন তিনি বলেন, অনেক বড় দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। হযরত উমর (রা.) বলেন, একথা শুনে আমি হাফসার কাছে গিয়ে দেখতে পাই সে কাঁদছে। আমি জিজ্ঞেস করি, মহানবী (সা.) কি তোমাকে তালাক দিয়ে দিয়েছেন? তিনি বলেন, আমি জানি না। এরপর আমি মহানবী (সা.)-এর কাছে যাই এবং আমি দাঁড়ানো অবস্থায়ই জিজ্ঞেস করি যে, আপনি কি (আপনার) সহধর্মীণিদের তালাক দিয়ে দিয়েছেন? তিনি বলেন, না; তখন আমি বলি, আল্লাহ্ আকবর।

(সহী বুখারী, কিতাবুল ইলম, হাদীস: ৮৯)

রেওয়ায়েত অনুসারে বিভিন্ন স্থানে বিস্তারিত বিবরণও পাওয়া যায় যে, এটি একটি দীর্ঘ কাহিনী। অর্থাৎ একমাসের জন্য মহানবী (সা.) স্বয়ং নিজেকে পৃথক করে নেন, শুধু স্ত্রীদের কাছ থেকেই নয়, বরং সাহাবীদের থেকেও পৃথক হয়ে যান আর এ কারণে এই ধারণা জন্মে যে, তিনি (সা.) কোন কারণে অসন্তুষ্ট হয়ে (স্ত্রীদের) তালাক দিয়ে দিয়েছেন। যাহোক, কারণ যা-ই থাকুক না কেন, এটি আসল কারণ নয়, কোন ভিন্ন কারণ ছিল।

হযরত সৈয়দ যয়নুল আবেদীন ওলী উল্লাহ্ শাহ্ সাহেব বুখারী শরীফের হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেন, হযরত উমর যেমনটি বলেছেন যে, একদিন আমি যেতাম আরেকদিন আমার অপর সঙ্গী যেত; তা থেকে বোঝা যায় যে, কারো যদি জ্ঞান অর্জনের জন্য পুরো সময় বা অবকাশ না থাকে তাহলো কারো সাথে পালা নির্ধারণ করে (জ্ঞান অর্জনের জন্য) যেতে পারে। যেমনটি হযরত উমর (রা.) হযরত ইতবান বিন মালেক আনসারী (রা.)'র সাথে পালা নির্ধারণ করেছিলেন। এ (ঘটনা) থেকে সাহাবীদের আগ্রহ বা ব্যকুলতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায় যে, কাজকর্ম ছেড়ে তিন-চার মাইল দূর থেকে এসে গোটা দিন একাজে ব্যয় করতেন।

(সহী বুখারী, কিতাবুল ইলম, হাদীস: ৮৯)

কিন্তু আল্লামা আঈনী বুখারীর ব্যাখ্যা উমদাতুল ক্বারী'তে লিখেন যে, বলা হয়, প্রতিবেশী ছিলেন হযরত ইতবান বিন মালেক কিন্তু প্রকৃত বিষয় হলো, হযরত উমর (রা.)'র প্রতিবেশী ছিলেন, অওস বিন খাওয়ালী।

(উমদাতুল ক্বারী, খণ্ড-২০, পৃ: ২৫৬,কিতাবুন নিকাহ, হাদীস-৫১৯১, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া কর্তৃক বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০১)

যাহোক, হযরত উমর (রা.) এই রেওয়ায়েতে একথাই বর্ণনা করেছেন।

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন হযরত ইতবান বিন মালেক (রা.)'র দৃষ্টিশক্তি লোপ পায় তখন তিনি মহানবী (সা.)-এর কাছে বাজামা'ত নামাযে যোগদান না করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন যে, আমি মসজিদে আসতে অপারগ, তাই অনুমতি দেওয়া হোক। মহানবী (সা.) বলেন, তুমি কি আযানের ধ্বনি শুনতে পাও? হযরত ইতবান বলেন, জ্বি। তখন মহানবী (সা.) তাকে এর অনুমতি প্রদান করেন নি। এটি প্রসিদ্ধ হাদীস, অধিকাংশ সময় উপস্থাপন করা হয়। কিন্তু এর কিছুটা বিশদ বিবরণও রয়েছে। সহীহ্ বুখারীর রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, পরবর্তীতে মহানবী (সা.) হযরত ইতবানকে বাড়িতে নামায পড়ার অনুমতি প্রদান করেছিলেন। প্রথমে নিষেধ করেছিলেন কিন্তু পরে অনুমতি প্রদান করেন। যেমন, বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত ইতবান বিন মালেক স্বীয় গোত্রে ইমামের দায়িত্ব পালন করতেন এবং তিনি অন্ধ ছিলেন। তিনি মহানবী (সা.)-কে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! অন্ধকার ও বন্যা দেখা দেয়, বৃষ্টি-বাদল হয়ে থাকে, নীচে অর্থাৎ উপত্যকায় পানি বইতে থাকে, আমি অন্ধ; তাই হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার বাড়িতে এসে নামায পড়ুন, একে আমি নামায সেন্টার বানাবো। (হযরত ইতবান) একদিন এসে বলেন, এখানে আসা আমার জন্য কষ্টসাধ্য, তাই আপনি আমার বাড়িতে আসুন আর আমার বাড়িতে আমি একটি জায়গা নির্ধারণ করেছি, সেখানে আপনি নামায পড়ুন। তখন মহানবী (সা.) তার বাড়িতে আসেন এবং জিজ্ঞেস করেন, তুমি কোথায় আমার নামায পড়া পছন্দ করবে? তিনি ঘরের একদিকে ইঙ্গিত করেন আর মহানবী (সা.) সেই স্থানে নামায পড়েন।

(আততাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪১৫, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া কর্তৃক বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০) (সহী বুখারী, কিতাবুল আযান, হাদীস: ৬৬৭)

অতএব, বিশেষ পরিস্থিতিতে বাড়িতে নামায পড়ার অনুমতি দিলেও অন্যান্য রেওয়ায়েত অনুসারে প্রমাণিত হয় যে, মানুষকে সেখানে একত্র করে তিনি নামায পড়াতেন। কেননা প্রতিকুল আবহাওয়া এবং পথের দুর্গমতার কারণে মানুষ মসজিদে যেতে পারতো না। কাজেই, বাহানা করার কোন সুযোগ নেই, পরবর্তীতে যদি (বাড়িতে নামায পড়ার) অনুমতি দিয়ে থাকেন তাহলে ঘরের এক অংশে বাজামা'ত নামায পড়ার শর্তসাপেক্ষে অনুমতি দিয়েছেন। যেমন একথার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত সৈয়্যদ ওলী উল্লাহ্ শাহ্ সাহেব সহীহ্ বুখারীর কিতাবুল আযানের অধ্যায়, **'আর্‌রুখসাতু ফিল মাতরে ওয়াল ইল্লাতে আন ইউসাল্লি ফিল আহলে'**-তে বলেন, অর্থাৎ বৃষ্টি অথবা অন্য কোন কারণে নিজ নিজ নিবাসে নামায পড়ার অনুমতির ব্যাখ্যায় লিখেন যে, ইমাম সাহেব অর্থাৎ ইমাম বুখারী অপারগতার সেই অবস্থা তুলে ধরছেন যাতে বাজামা'ত নামায পড়ার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমধর্মী ছাড় দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু মহানবী (সা.) তাকেও বাড়িতে একা (নামায) পড়ার অনুমতি দেন নি, (অর্থাৎ ঘরে একা নামায পড়ার অনুমতি প্রদান করেন নি।) অথচ মহানবী (সা.) সর্বদা যতটা সম্ভব শরিয়তের শিক্ষা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সহজসাধ্যতার বিষয়টি দৃষ্টিতে রাখতেন। ধর্মীয় বিষয়ে যেখানে ছাড় দেওয়া সম্ভব হতো, সেখানে তিনি সহযসাধ্যতা সৃষ্টি করা পছন্দ করতেন, কিন্তু তিনি তাকে (অর্থাৎ হযরত ইতবানকে) পৃথক নামায পড়ার অনুমতি দেন নি। আর অনুমতি দিলেও বাজামা'ত পড়ার শর্তে দিয়েছেন।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

"যে কাজ 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম' ছাড়া আরম্ভ করা হয়, সেটি অসম্পূর্ণ ও কল্যাণশূন্য থেকে যায়।"

(আল জামিয়ুস সাগীর লিল সুয়ুতি হারফে কাফ)

দোয়াপ্রার্থী: গোলাম মুস্তফা, জেলা আমীর জামাত আহমদীয়া, মুর্শিদাবাদ

এরপর লিখেন, হযরত ইতবান অন্ধ ছিলেন। পথিমধ্যে নর্দমা প্রবাহিত হতো, এছাড়া অন্যান্য রেওয়ায়েতে এসেছে যে, তিনি বাড়িতে নামায পড়ার অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি (সা.) তাকে অনুমতি প্রদান করেন কিন্তু বাজামা'ত নামায পড়ার শর্তে। তিনি বলেন, যদি বাজামা'ত নামায পড় তাহলে অনুমতি আছে। এরপর তিনি লিখেন, ফরয নামায একা পড়ার নিয়ম থাকলে তিনি (সা.) হযরত ইতবানকে প্রতিবন্ধী জ্ঞান করে বাড়িতে একা নামায পড়ার অনুমতি অবশ্যই দিতেন।

(সহী বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৬৬, কিতাবুল আযান, হাদীস: ৬৬৭, প্রকাশক: নাযারত ইশাত, রাবোয়া)

কাজেই, এ বিষয়টি সদা স্মরণ রাখা উচিত যে, এখানেও (অর্থাৎ ইংল্যান্ডেও) যদি দূরত্ব বেশি হয়, বাহন না থাকে, সময় না পাওয়া যায় তাহলে যেমনটি কয়েকবার বলেছি, আহমদীদের নিজেদের বাড়িতে নামায সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা উচিত আর প্রতিবেশীরা একত্রিত হয়ে সেখানে বাজামা'ত নামায পড়ুন। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এসব নির্দেশ মেনে চলার তৌফিক দিন।

এখন আমি কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করবো যাদের গায়েবানা জানাযা পড়া হবে। তাদের মধ্যে একজন হলেন, রাবওয়ার শ্রদ্ধেয় গোলাম মোস্তফা আওয়ান সাহেব। গত ১৬ই মার্চ তারিখে ৭৮ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন, **'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন'**। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি জন্মগত আহমদী ছিলেন। তার দাদা দেওয়ান বখ্‌শ সাহেবের মাধ্যমে তাদের পরিবারে আহমদীয়াত আসে। মরহুম পাঁচবেলার নামায নিয়মিত পড়তেন। তাহাজ্জুদ গোজার ছিলেন। খোদাভীরু, সহানুভূতিশীল, পরহিতৈষী, সচ্চরিত্রবান, মিশুক ও সহজ-সরল স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। অনেক দোয়া করতেন। অতিথি সেবক ছিলেন। দরিদ্রদের দেখাশুনা করতেন। আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক রাখতেন। ধর্মকে পার্থিবতার ওপর প্রাধান্যদানকারী নেক ও নিষ্ঠাবান মানুষ ছিলেন। জামা'তের ব্যবস্থাপনা এবং খিলাফতের প্রতি গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক রাখতেন। চাকরীসূত্রে সৌদি আরবেও ছিলেন। সেখানে অবস্থানকালে তিনি নয়বার বায়তুল্লাহ্‌য় হজ্জব্রত পালনের সৌভাগ্য লাভ করেন আর একাধিকবার উমরাহ্ করারও তৌফিক লাভ করেছেন। তিনি ক্বাবা গৃহ এবং মসজিদে নববীতে নির্মাণ কাজেরও তৌফিক লাভ করেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মূসী ছিলেন। একদিন হঠাৎ যখন তার শরীর খারাপ হয় তখন প্রথমে তার এই চিন্তাই হয়েছিল যে, আমাকে হিস্যায়ে জায়েদাদ পরিশোধ করতে হবে। এরপর আল্লাহ্ তা'লা তাকে আরোগ্য দান করলে তিনি তৎক্ষণাৎ কোন সম্পত্তি বিক্রি করে নিজের হিস্যায়ে জায়েদাদ (সম্পত্তির ওসীয়্যতকৃত অংশ) পরিশোধ করেন। মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারে তার স্ত্রী ছাড়া একজন পুত্র সন্তান রয়েছে আহমদ মুর্তজা, যিনি জার্মানিতে থাকেন। চারজন কন্যা রয়েছে, দু'জন জামাতার একজন মুহাম্মদ জাভেদ সাহেব, জাম্বিয়ার মুবাল্লিগ সিলসিলাহ্ আর অপরজন হলেন জামীল আহমদ তাবাস্‌সুম সাহেব, রাশিয়ার মুবাল্লিগ। তারা ওয়াকেফে যিন্দেগী হিসেবে সেখানে সেবা করার সুযোগ পাচ্ছেন। মরহুমের যে মেয়েদের এই মুবাল্লিগদের সাথে বিয়ে হয়েছে এবং নিজেদের ওয়াকেফে যিন্দেগী স্বামীর সাথে যারা বহির্বিশ্বে রয়েছেন, তারা বিদেশে থাকার কারণে পিতার মৃত্যুর সময় সেখানে যেতে পারেন নি আর প্রবাসেই তাদেরকে এই দুঃখ সহ্য করতে হয়েছে। আল্লাহ্ তাদেরকে ধৈর্য এবং সহনশীলতার সাথে (এই শোক) সইবার তৌফিক দিন এবং মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

দ্বিতীয় জানাযা হলো, কাঠগড়হীর মোহাম্মদ নওয়াজ সাহেবের সহধর্মিণী শ্রদ্ধেয়া আমাতুল হাঈ সাহেবার। ১৫ই মার্চ তার মৃত্যু হয়, **'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন'**। কাদিয়ানের পার্শ্ববর্তী গ্রাম বাগোলের বাসিন্দা ছিলেন তিনি। দু'বছর বয়সে তার পিতা ইন্তেকাল করেন এবং তার বড় চাচা মোহাম্মদ ইব্রাহীম তাকে লালন-পালন করেন। মরহুমা জন্মগত আহমদী ছিলেন। ১৯০৩ সনে তার পরিবারে আহমদীয়াত এসেছিল আর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তার চাচার পরিবারের সাথে হিজরত করে জাড়াওয়ালা'তে এসে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। এরপর ১৯৮১ সনে তিনি সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষার জন্য রাবওয়ায় হিজরত করেন আর শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত রাবওয়াতেই ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মূসীয়া ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে ছয় পুত্র ও পাঁচ কন্যা দান করেছেন। তার এক মেয়ে অল্প বয়সেই মারা গিয়েছিল। নিজের সন্তানদের মাধ্যমে ওয়াক্‌ফের সূচনা করেন এরপর প্রজন্মপরম্পরায় এই ধারা চলছে। মরহুমার বড় ছেলে রানা ফারুক আহমদ সাহেব নাযারাত দাওয়াত ইলাল্লাহ্'য় জামা'তের মুরব্বী হিসেবে কর্মরত আছে। ছোট ছেলে হাফেয মাহমুদ আহমদ

শেষাংশ শেষের পাতায় .....

২ পাতার পর..

ধারণা ছিল তোমরা এখনও ইসলাম গ্রহণ করার মত যোগ্যতা অর্জন কর নি। ' লক্ষ্য করুন, এই আরবদের অহংকার কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে, এরা নিজেদের বড় জ্ঞানী মনে করে। যদি মহানবী (সা.) এই নীতি অনুসরণ করতেন, তবে এই আরব বেদুঈনরা কোনদিনই মুসলমান হতে পারত না। নাউযুবিল্লাহ॥ তারা তো মুসলমান হওয়ার যোগ্যই ছিল না। কিন্তু তিনিই (সা.) সেই সব পশুতুল্য জঙ্গলবাসীদের মানুষে পরিণত করেন, অতঃপর তাদেরকে শিক্ষিত করে তোলেন এবং সবশেষে খোদার সান্নিধ্য প্রাপ্ত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলেন। আর এরা বলছে, তোমাদের যে বর্তমান পরিস্থিতি তাতে তোমাদেরকে ইসলামের প্রচার করা যায় না, তোমাদের মাঝে সেই যোগ্যতা তৈরী হয় নি। অথচ এরাই নাকি ইসলামের ঠেকাদার। সেই ব্যক্তি তাকে বলেন, তাই প্রথমে তুমি যোগ্য হয়ে যাও, তার পর তোমার কাছে আমরা ইসলামের প্রচার করব। একথা শুনে আমি তাকে বললাম, আমরা ইসলাম শিখতে পারব কি না-এই কথাটুকু বুঝতে তোমাদের আশি বছর লেগে গেছে। অপরদিকে আমরা যে ধর্ম শিখতে পারি, জামাত আহমদীয়া আমাদেরকে এতটুকু যোগ্য মনে করেছে। আর তারা আমাদেরকে মুসলমান বানিয়ে ধর্ম শেখাচ্ছে। তারা আমাদেরকে ধর্মহীনতার হাত থেকে রক্ষা করেছে। আমরা তো অধার্মিক ছিলাম। এখন তোমরা যদি চাও যে আমরা আহমদীয়া জামাত ছেড়ে দিই, তবে আমাদেরকেও ৮০ বছরের সময় দাও, যাতে আমরা অনুমান করতে পারি যে, তোমরা প্রকৃত মুসলমান কি না।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর প্রতি সাহায্য ও সমর্থনের লক্ষ লক্ষ নিদর্শন প্রতি বছর দেখিয়ে থাকেন। তা সত্ত্বেও এই বিরোধীরা বলে, তোমরা নির্বোধ। যে মসীহ মওউদ হওয়ার দাবী করেছে তাকে ত্যাগ কর। নির্বোধ তো এই তথাকথিত মৌলবীরা এবং সেই সমস্ত মানুষ যারা খোদাকে ভয় করার পরিবর্তে সেই সমস্ত মৌলবীদেরকে ভয়ে ভীত যারা ধর্মকে বিকৃত করেছে। কিন্তু আমরা নিজেদের কাজ থেকে নিরস্ত হব না। পৃথিবীকে সঠিক পথের দিশা দিতে প্রত্যেক আহমদী নিজের নিজের ভূমিকা পালন করে যাবে। ইনশাল্লাহ॥ এর জন্য চেষ্টাও করুন এবং দোয়াও করুন। এবং সবথেকে বড় কথা হল নিজেদের বাস্তবিক দৃষ্টান্ত স্থাপনের মাধ্যমে জগতের সামনে ইসলামের সৌন্দর্য ও উৎকর্ষ তুলে ধরুন, যেভাবে নবাগত আহমদীরা এই চেষ্টায় নিয়োজিত রয়েছে। এর কয়েকটি উদাহারণ আমি দিলাম। আল্লাহ তা'লা সকলকে এর তৌফিক দান করুন। আল্লাহ্ তা'লা সবসময় আপনাদের সকলকে জলসার বরকতকে অব্যাহত রাখার তৌফিক দান করুন। তিনি যেন আপনাদেরকে সুষ্ঠভাবে নিজের নিজের বাড়ি পৌঁছে দেন আর বাড়িতেও যেন আপনাদের শান্তি বিরাজ করে। আপনাদের সন্তান-সন্ততিরা যেন নয়নের স্নিগ্ধতা বয়ে আনে। যাবতীয় দুঃখ-বেদনা থেকে আল্লাহ্ তা'লা যেন আপনাদের সকলকে রক্ষা করেন। আমীন। এখন দোয়া করে নিন।

নওমোবায়াত (নবদীক্ষিতা)-দের সঙ্গে হুযুর আনোয়ারের সাক্ষাত

জার্মানী, তুরস্ক, কুর্দিস্তান, কোসেভো, ফ্রান্স, সিরিয়া এবং বাংলাদেশ আগত ২৪ জন মহিলা ও ৬ জন বালিকা সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.) সাক্ষাত করেন। যাদের মধ্যে ৬ জন আজই বয়আত করেন।

একজন নবদীক্ষিতা আহমদী প্রশ্ন করেন আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের সর্বোত্তম পন্থা কোনটি? তিনি নিজের ইসলামী নাম রাখার অনুরোধ করেন। হুযুর আনোয়ার বলেন: আল্লাহ্ তা'লার বিধিনিষেধ পালন করুন, কেননা একামাত্র খোদা তা'লাই যাবতীয় শক্তিবৃত্তির উৎস। এরই মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় হবে। হুযুর আনোয়ার (আই.) তাঁর নাম প্রস্তাব করেন 'নায়েলা'।

আরেক নবদীক্ষিতা দোয়ার আবেদন করে বলেন, দোয়া করুন আমরা যেন ভাল আহমদী হই। তিনিও ইসলামী নাম রাখার জন্য অনুরোধ করেন। হুযুর বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে তৌফিক দিন। আপনি নিজেও দোয়া করুন যে, যেন তিনি আপনাকে সহজ সরল পথে পরিচালিত করেন। 'ইহদেনাস সিরাতিল মুসতাকিম'- এই দোয়া সব সময় করবেন। অর্থাৎ আল্লাহ তুমি আমাকে সরল পথে পরিচালিত কর। নাম সম্পর্কে হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করেন, ম্যান্ডি নামের অর্থ কি, আর কে এই নাম রেখেছে? এর উত্তরে ভদ্রমহিলা বলেন, এর অর্থ জানা নেই, আমার ভাই এই নাম রেখেছিল।

হুযুর আনোয়ার জানতে চান যে, আপনি কেন নিজের নাম পরিবর্তন করতে চান। ইসলামের সূচনার পূর্বেই আবু বাকার, উসমান, আলি ইত্যাদি নাম ছিল। আপনি নাম পরিবর্তন করতে ইচ্ছুক, এটি অনৈসলামিক তো নয়। খাদিজা, আসমা, আয়েশা ইত্যাদি নামও তো রয়েছে। নাকি আপনি খিলাফতের বরকত নেওয়ার উদ্দেশ্যে এমনটি চাইছেন? এর উত্তরে ভদ্রমহিলা বলেন, এমনিটই চাইছি। একথা শুনে হুযুর তাঁর নাম প্রস্তাব করেন নাসেরা এবং বলেন, নাসেরা-এর অর্থ হল সাহায্যকারিনী। এই কারণে আপনি খিলাফতের সাহায্যকারীনি হলেন।

আরেক নবদীক্ষিতা বলেন, তার নাম মার্টিনা। তিনি হুযুর আনোয়ারকে ধন্যবাদ জানাতে চান, এই কারণে যে, তিনি হুযুরকে চিঠি লিখেছিলেন যার উত্তর হুযুর দিয়েছেন। তিনিও নিজের নাম রাখার জন্য হুযুরের কাছে আবেদন জানান। হুযুর আনোয়ার তাঁর নাম প্রস্তাব করেন মারিয়া।

আনজা নামে এক নবদীক্ষিতা বলেন, আমি হুযুর আনোয়ারকে চিঠি লিখেছিলাম, যার উত্তর পেয়েছি। এই কারণেই আমি আজ এখানে বসে আছি। একথা বলতে বলতে ভদ্রমহিলা আবেগাপ্লুত হয়ে কেঁদে ফেলেন।

একজন নবদীক্ষিতার দুই মাস পর বিয়ের দিন ঠিক হয়েছিল। তিনি হুযুর আনোয়ারকে দোয়ার জন্য আবেদন করেন। হুযুর বলেন: আল্লাহ্ কৃপা করুন। হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর প্রশ্নের উত্তরে ভদ্রমহিলা উত্তর দেন, কুর্দিস্তান সেই অঞ্চলটিকে বলা হয়, যেটি ইরাকের অন্তর্গত।

আরেক নবদীক্ষিতা বলেন, আমার চোখের রেটিনার সমস্যা রয়েছে। ধর্মের সেবা করতে চাই। আমার এক ভাই জেলে আছে। হুযুর আনোয়ার বলেন, আল্লাহ্ ফযল করুন।

এক নবদীক্ষিতা হুযুরকে নিজের স্বপ্ন শোনান, যা তিনি এক বছর পূর্বে দেখেছিলেন। তিনি বলেন, ' স্বপ্নে দেখি পৃথিবীতে যুদ্ধ চলছে, একদিকে অন্ধকার আর অপরদিকে আলো। যখন আমি অন্ধকারে হাঁটছি, তখন দূর থেকে আলোর কিরণ চোকে পড়ছে। সেই আলোর একদিক থেকে আমি একটি কণ্ঠস্বর শুনতে পাই। নুরে সেহের নামে এক আহমদী মহিলা আমাকে ডাকছে। ' হুযুর বলেন, নুরে সেহার-এর অর্থ হল প্রভাতের কিরণ।

মিলানী নামে এক নবদীক্ষিতা বলেন, আমি এবছর এপ্রিলে বয়আত করেছি। আমিও ইসলামী নামের জন্য আবেদন জানাচ্ছি। হুযুর আনোয়ার তাঁর নাম রাখেন মরিয়ম।

তুরস্কের এক নবদীক্ষিতা বলেন, পর্দা করার ক্ষেত্রে আমার জন্য জটিলতা রয়েছে। কেননা, আমার পরিবার এটি পছন্দ করে না। হুযুর জিজ্ঞাসা করেন, আপনার স্বামী কি মুসলমান নয়? উত্তরে ভদ্রমহিলা বলেন, সে অত্যন্ত আধুনিক, আমার সিদ্ধান্তে সে সন্তুষ্ট নয়। ভদ্রমহিলা বলেন, সে আমার সিদ্ধান্তে অনেক দুঃখ পেয়েছে। ভদ্রমহিলা নিজের জন্য ইসলামী নাম রাখার আবেদন করেন। হুযুর আনোয়ার তাঁর নাম জিজ্ঞাসা করেন। ভদ্রমহিলা জানান তার নাম কায়রা এবং এর অর্থ হল দৃঢ় প্রত্যয়ী মহিলা। হুযুর বলেন, আপনি তো এমনিতেই মজবুত। নাম কেন পরিবর্তন করতে চাইছেন? হুযুর তাঁর নাম প্রস্তাব করেন হিনা।

এক নবদীক্ষিতা হুযুরকে আসসালামো আলাইকুম বলার পর নিজের ভাইয়ের জন্য দোয়ার আবেদন করেন, যেন সেও ইসলাম গ্রহণ করে। পরিবার তার উপর সন্তুষ্ট। হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনি তাদের থেকে উত্তম। ইসলামী নাম রাখার আবেদন জানানো হলে হুযুর আনোয়ার তাঁর নাম রাখেন নাদিয়া।

এক নবদীক্ষিতা হুযুরকে সালাম করার পর বলেন, আমি তুরস্কের অধিবাসীনী। আমি অনেক কষ্ট সহ্য করেছি। আমি চাই হুযুর নবদীক্ষিতা আহমদী মেয়েদের উদ্দেশ্যে কোন বার্তা দিন। হুযুর বলেন, দোয়া করুন, আল্লাহ্র ইবাদত করুন, তাঁর বিধিনিষেধ মেনে চলুন, মানুষকে তার প্রাপ্য অধিকার দিন এবং অপরের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করুন-এটিই একমাত্র পথ।

এক নবদীক্ষিতা বলেন, এখন সে কাজের জন্য বাইরে যাওয়ার সময় কোট ও স্কার্ফ ব্যবহার করে না। হুযুর আনোয়ার বলেন, ধীরে ধীরে আরম্ভ করুন। প্রথমে ছোট স্কার্ফ ব্যবহার করুন।

সবশেষে এক নবদীক্ষিতা হুযুর আনোয়ারকে জানান, তিনি এক বছর থেকে আহমদী। দুই তিন মাস পর কাউন্সিলে তাদের নিকাহ হবে। তিনি নিজের ও পিতার জন্য দোয়ার আবেদন করেন। হুযুর বলেন, আল্লাহ্ কৃপা করুন।

ইমামের বাণী

"যদি তোমরা মুত্তাকি হও আর তাকওয়ার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ পথে পরিচালিত হও, তবে খোদা তোমাদের সঙ্গে থাকবেন।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২০০)

দোয়াপ্রার্থী: বেগম আয়েশা খাতুন, জামাত আহমদীয়া হরহরি, মুর্শিদাবাদ

ইমামের বাণী

"কেবল একটি জিনিষই কুপ্রবৃত্তি এবং শয়তানি প্ররোচনাকে প্রতিহত করতে পারে, যাকে বলা হয় মারেফাতে ইলাহি বা ঐশী-তত্ত্বজ্ঞান।

(মালফুযাত, ২য়খণ্ড, পৃ: ৩)

দোয়াপ্রার্থী: নুর আলাম, জেলা আমীর, জলপাইগুড়ি, (প:ব:)

বয়াতগ্রহণকারী সদস্যদের অভিমত

আজ আল্লাহ্‌র কৃপায় ৪২জন সদস্য হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর হাতে বয়আত করার সৌভাগ্য অর্জন করলেন। এঁরা ছিলেন ১৭ টি দেশ থেকে। বয়আত গ্রহণের পর তাদের মতামত নেওয়া হয়েছে। নিম্নে তা তুলে ধরা হল।

* লিথোনিয়া থেকে এক যুবক ছাত্র ইয়াকুবাস বলেন, জলসা সালানায় অংশগ্রহণ করে আমার মনে হচ্ছে যেন আমিও এই জামাতের অংশ। এখন আমি জীবনের উদ্দেশ্যে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছি। হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাত করে ভীষণ আনন্দিত। আমি তাঁর ব্যক্তিত্বে ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়েছি। তিনি অত্যন্ত সহৃদয় ও স্নেহপরায়ণ ব্যক্তি। তাঁর সঙ্গে কথা বলে আমি অনুভব করলাম, তিনি গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে আমার সঙ্গে কথা বলছেন। ইসলামের প্রকৃত তাৎপর্য আমি অনুধাবন করেছি। আজ আমি বয়আত করে জামাত আহমদীয়ার অন্তর্ভুক্ত হলাম। আমি প্রায়শ নানান প্রকারের সংশয়ে থাকতাম, কিন্তু এখন আমি ঈমানে দৃঢ়তা এনে বাকি জীবনটুকু অতিবাহিত করার চেষ্টা করব।

* আলি জাসিম নামে একজন সিরিয়ান যুবক বলেন- আলহামদোলিল্লাহ! একটি সত্য জামাত, সত্যবাদীদের জামাত, পরস্পরের প্রতি স্নেহশীল ও অতিথিপরায়ণ মানুষদের জলসা ও আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ একটি সমাবেশ দেখলাম। আমি এখানে এসে এত মানুষের সমাগম দেখে অভিভূত হই আর জামাত আহমদীয়ার খলীফাকে দেখে অন্তরে এক অবর্ণনীয় পরিবর্তন অনুভব করি যা আমার মনকে ভালবাসায় আপ্লুত করে তোলে। আমি তাঁর চেহারায় জ্যোতির আভা দেখেছি। আমি সত্যের সন্ধানে ছিলাম যা আমি এখানে এসে পেয়েছি। আল হামদোলিল্লাহ। আমি সত্য ও জ্যোতির পথ পেয়ে গেছি। আমি উদার মনে বয়আত করার সিদ্ধান্ত করে ফেলেছি।

* আলবেনিয়া থেকে এক ভদ্রলোক মঙ্গোলিন বার্ক সাহেব বলেন: আমি জামাত আহমদীয়ার ঘোর বিরোধী ছিলাম। আমার ভাই ও এক বন্ধু ইতিপূর্বেই আহমদীয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। আমার ভাই যেন আহমদীয়াতের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে, সেজন্য আমি চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখি নি। অবশেষে আমাদের মধ্যে সিদ্ধান্ত হয় যে, উভয়ে দোয়া করি। যে সত্য হবে সেই জয়ী হবে। অনবরত দোয়ার পর আমার মন চাইছিল নিজের চোখে একবার জলসা সালনা এবং খলীফাকে দেখে আসি, যাতে যে সিদ্ধান্তই নিই তা যেন অসম্পূর্ণ তথ্যভিত্তিক না হয়। এই উদ্দেশ্যে আমি গত বছর জলসায় অংশ গ্রহণ করেছিলাম। কিছুটা আশ্বস্ত হওয়ার পরও মনের মধ্যে অদ্ভুত অস্থিরতা ছিল। অবশেষে সেই চূড়ান্ত মূহুর্তের সামনে এসে পড়লাম যখন হুযুর আনোয়ারের চেহারা আমার চোখের সামনে এল। নিমেষেই আমার সকল বিদ্বেষ, ঘৃণা, শত্রুতা ও সংশয় মন থেকে মুছে গেল। হুযুরের আশিসমণ্ডিত চেহারা আমার অন্তরে খোদিত হয়ে থেকে যায়। আমার কাছে প্রত্যাখ্যানের আর কোন অবকাশ ছিল না। জলসা থেকে ফিরে গিয়ে আমি বয়আত ফর্ম পুরণ করি। এবছর এসে হুযুরের হাতে বয়আতে করার তৌফিক লাভ করলাম। এরই মাঝে আরও একটি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। আমার বাগদত্তা আহমদী হতে চাইছিল না। তাকে অনেক চেষ্টায় এখানে আনতে পেরেছি। লাজনাদের উদ্দেশ্যে হুযুরের ভাষণ শোনার পর সেও তৎক্ষণাৎ আহমদী হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমার বাগদত্তা বলে, যে জামাতের কাছে এমন সহৃদয়, সহানুভুতিশীল ও স্নেহপরায়ণ খলীফা আছে, সে তো একটি সত্তার কাছেই সমস্ত বরকত পেয়ে গেল। এই জিনিসটি অন্যান্য মুসলমানদের মধ্যে নেই। খুব শীঘ্রই আমরা আহমদী হিসেবে বিয়ে করতে চলেছি।

* ফোয়াদ নাযাল নামে এক সিরিয়ান ভদ্রলোক বলেন, জলসায় আগমণের পূর্বেই এক আহমদী বন্ধুর মাধ্যমে জামাতের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। জামাতের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে জানার জন্য আমি কয়েকটি পুস্তকও অধ্যয়ন করেছিলাম। এখন আমি সেই আহমদী বন্ধুর সঙ্গে জলসায় অংশগ্রহণ করে একেবারে ভিন্ন ও এবং চিত্তাকর্ষক পরিবেশ দেখতে পেলাম। ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও ভাষা সত্ত্বেও লোকেরা নিজেদের মধ্যে ভালবাসা, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করছিল। যেন তারা এক ও অভিন্ন জাতি সত্তা। এটি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা প্রসারের বাস্তব রূপ। এমন চারিত্রিক সৌন্দর্য আমি কখনও কোন সমাবেশে লক্ষ্য করি নি। আমার অন্তরে এই বিষয়টি গভীরভাবে রেখাপাত করেছে। আমি পূর্বেও এম.টি.এ-তে খলীফার খুতবা এবং ভাষণ নিয়মিত দেখতাম, কিন্তু আমি সরাসরি হুযুরের চেহারা দেখার সুযোগ পাওয়ার পর তাঁর প্রতি আমার ভালবাসা পূর্বের তুলনায় অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। হুযুরের পবিত্রকরণ শক্তির প্রভাব ও চেহারার জ্যোতি স্পষ্ট ছিল। আমি শনিবার সারা রাত্রি দোয়া করতে থাকি যে, হে আল্লাহ! এই জামাত যদি সত্য হয়, তবে তুমি এই জলসা আমাকে বয়আত করার তৌফিক দান কর। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে আন্তরিক প্রশান্তি দানের মাধ্যমে আমার দোয়া কবুল করেছেন আর আমি এই জলসাতেই বয়আত করে জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছি, যা কিনা সত্য জামাত এবং ইসলামের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরে। জামাত আহমদীয়া গ্রহণ করায় আমার কোন প্রকার দুঃখ বা আক্ষেপ নেই। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার তৌফিক দান করুন এবং অবিচলতা দান করুন।

জলসায় অংশগ্রহণকারী অতিথিদের প্রতিক্রিয়া

* নাম প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক দুইজন জার্মান ভদ্রমহিলা নিজেদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: প্রথম বার মুসলমানদের সমাবেশে অংশগ্রহণ করায় আমরা কিছুটা শঙ্কিত ছিলাম। মহিলাদের জন্য নির্ধারিত জলসাগাহেও যাওয়ার সুযোগ আমাদের হয়েছিল, যেখানে যুগ খলীফার বক্তব্যের কিছুটা শুনেছি। আমরা কিছুটা বিলম্বে পৌঁছেছিলাম। পর্দার অন্তরালে থেকে মহিলাদের পৃথকভাবে জলসা শোনা আমার জন্য এক সুখকর অভিজ্ঞতা ছিল। অনেকে হয়তো এটিকে নেতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবেন, কিন্তু আমরা অনুভব করেছি যে সেখানে অনেক বেশি স্বাধীনতা এবং সম্মান রয়েছে, যেটা পুরুষদের সঙ্গে বসলে সম্ভব নয়। আমি ইসলামকে কেবল একটি উগ্রতা প্রিয় ধর্ম হিসেবে জেনে এসেছি, কিন্তু এখানে এসে দেখলাম সেই চিন্তাধারা একেবারেই ভ্রান্ত। খলীফাতুল মসীহ্‌র ভাষণে কোন প্রকার উগ্রতা বা প্রতিশোধের বার্তা ছিল না, বরং অত্যন্ত শান্তভাবে মহিলাদেরকে তাদের দায়িত্বাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছিলেন। আমার এখন আক্ষেপও হচ্ছে যে, ইসলামকে আমি অত্যাচারের ধর্ম বলে মনে করতাম। আমরা দুজনে আগামী বছর আবার আসব আর খলীফার ভাষণও শুনব। খৃষ্টান হওয়া সত্ত্বেও আমাদের প্রতি এখানে যে সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়েছে তাতেও আমরা যারপরনায় আনন্দিত। সাধারণ মুসলমানদের সঙ্গে কথোপকথনের সময় এমন অভিজ্ঞতা কখনও হয় নি। আমরা উপলব্ধি করলাম যে, আহমদীয়াতই ইসলামের প্রকৃত রূপ।

* লিথোনিয়া থেকে মি. জারোনিমাস ল্যাকিউস নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: আমি একজন লেখক। এখানে আমি ইসলাম সম্পর্কে নিজের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করার উদ্দেশ্যে এসেছি। খোদার একত্ববাদের পাঠ যে ভঙ্গিতে খলীফাতুল মসীহ আমাদেরকে দিয়েছেন তার প্রভাব অনস্বীকার্য। 'কেবল ইবাদত নয়, বরং খোদাকে সন্তুষ্ট করা যেন লক্ষ্য হয়'- তাঁর এই বক্তব্যটি আমার মন জয় করেছে। ফিরে গিয়ে আমি পত্রিকায় জামাত সম্পর্কে স্তম্ভ লিখব এবং জামাত সম্পর্কে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করব। অনুমান করি, এমনটি করলে বিরোধীতার সম্মুখীন হতে হবে, কিন্তু আমি সত্যের সঙ্গ দিতে চাই। এখানে এসে আমি অত্যন্ত আনন্দ ও প্রশান্তি লাভ করেছি। খলীফা এবং জামাতের জন্য শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি।

* মি. টমাস কেপাইটিস নামে এক অতিথি নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: আমি এই জলসার মাধ্যমে প্রথম বার প্রকৃত ইসলামের সঙ্গে পরিচিত হলাম। যদিও আমি চিরকালই ইসলামের মনীষিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এসেছি আর ইউরোপে মুসলমানদের প্রতি হওয়া আচরণ দেখে বিচলিত হয়েছি, তথাপি এই জলসার মাধ্যমে আমি এক নতুন জগতের সঙ্গে পরিচিত হলাম যেখানে পৃথিবীর বর্তমান সমস্যাবলীর সমাধান রয়েছে। আমার মনে হয়, ইসলামের কাছে আমার এখনও অনেক কিছুই শেখার আছে। আমাকে প্রকৃত ইসলামের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। খলীফার সঙ্গে সাক্ষাতকালে তাঁর সরলতা এবং কথার সৌন্দর্য আমি উপভোগ করেছি।

লিথোনিয়া, লাতিভা, স্লোভেনিয়া, এস্টোনিয়া ও কাযাকিস্তানের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাত

লিথোনিয়ার প্রতিনিধি দলের এক সদস্য, যিনি একজন লেখক, প্রশ্ন করেন যে, জামাত আহমদীয়া এই সময় পৃথিবীতে কি কাজ করছে যার মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদাভেদ দূর করা যেতে পারে?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আহমদীয়া জামাতের লক্ষ্যই হল মানুষকে খোদার নৈকট্য লাভের জন্য

ইমামের বাণী

" যে ব্যক্তি ইসলামের সম্মানের জন্য আত্মাভিমান রাখে না, খোদা তা'লা তার সম্মান ও আত্মাভিমানের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন না। "

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১১১)

দোয়াপ্রার্থী: শামসের আলি, জেলা আমীর, বীরভূম

উদ্বুদ্ধ করা এবং তাকে খোদার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল মানুষকে মানবীয় মূল্যবোধ সম্পর্কে অবগত করা। এটিই ইসলামের মূল শিক্ষা, এই শিক্ষাই জামাত আহমদীয়া পৃথিবীতে প্রসারের চেষ্টা করছে। এই কারণেই জামাত আহমদীয়া সারা পৃথিবীতে জামাত আহমদীয়ার বাণী শোনা হয় এবং সমাদৃত হয়।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আল্লাহ তা'লা বলেন, যদি আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর সৃষ্টজীবের অধিকার প্রদান কর, তবে তোমরা খোদার দৃষ্টিতে সম্মান লাভ করবে এবং তিনি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। কুরআন করীম থেকে স্পষ্ট জানা যায়, যদি তোমরা মানুষের অধিকার প্রদান না কর, তবে যতই নামায পড়, সেই নামায তোমাদের জন্য ধ্বংসই ডেকে আনবে এবং তা তোমাদের মুখে নিক্ষিপ্ত হবে। অনেক ক্ষেত্রে মানুষের অধিকার ইবাদতের থেকে বেশি গুরুত্ব রাখে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এই জিনিষের জন্যই আমরা চেষ্টা করছি। বর্তমান যুগের পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে, সারা বিশ্বের সংশোধন এক দিনে করা সম্ভব নয়। আমরা চেষ্টা অব্যাহত রাখব আর এই কাজকে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চারিত করতে থাকব, যতদিন পর্যন্ত পৃথিবী এই সত্য উপলব্ধি না করে।

লিথোনিয়া প্রতিনিধি দলের আরেক সদস্য প্রশ্ন করেন যে, একজন খৃষ্টান হিসেবে আমাকে মুসলমানদের মাঝে কিভাবে বসবাস করা উচিত?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: খৃষ্টধর্মও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এসেছে, ইহুদীধর্ম, ইসলাম ধর্ম খোদার পক্ষ থেকে এসেছে। সমস্ত ধর্মই খোদার পক্ষ থেকে এসেছে। অতএব, প্রথমত আমাদেরকে খোদাকে চিনতে হবে এবং ধর্মের বুনিয়াদি শিক্ষাকে প্রণিধান করতে হবে এবং সেগুলি পালন করে চলতে হবে-সেই শিক্ষা বর্জন করতে হবে যা কিছু উলেমারা বিকৃত করে রেখেছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা'লা বলেন: আহলে কিতাবদের বলে দাও, তোমরা এমন এক বিষয়ের উপর একত্রিত হও, যা তোমাদের মাঝে এবং আমাদের মাঝে সমান। আর সেটি হল খোদা তা'লা সত্তা। অতএব সেই সত্তার উপর ঈমান এনে তাঁর পথ-নির্দেশনা পালনের মাধ্যম আমাদের সকলকে সংঘবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। এটিই সেই মূল শিক্ষা যার নির্দেশ অনুসারে আমরা পৃথিবীতে কাজ করছি। আল্লাহ্‌র কৃপায় সমস্ত ধর্মের অনুসারী এবং সৎ প্রকৃতির মানুষের সাথে আমাদের সুসম্পর্ক আছে।

প্রতিনিধি দলের এক ভদ্রমহিলা প্রশ্ন করেন- হুযুর বিভিন্ন অমুসলিম দেশের সফর করেছেন, সে সম্পর্কে আপনার অভিজ্ঞতা ও অভিমত কি?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: অমুসলিম দেশেই তো আমি বসবাস করছি। আমি তো আর সিরিয়া, ইরাক বা সৌদি আরব থেকে আসি নি। এই কারণে এই অমুসলিম দেশগুলিতে অন্ততপক্ষে পরধর্ম সহিষ্ণুতা রয়েছে, আর আমার মতে যতদিন এটি অক্ষুন্ন থাকবে, এরা খোদার দৃষ্টিতেও শ্রেয় হিসেবে গণ্য হবে। কেননা, এরা প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীকে খোলামেলা ভাবে নিজেদের ধর্মাচার ও প্রচারের অনুমতি দেয়। আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদেরকে যে সহনশীলতার নির্দেশ দিয়েছিলেন, স্বয়ং আঁ হযরত (সা.) যেটি অনুশীলন করেছিলেন, আজ অধিকাংশ মুসলিম দেশগুলিতে সেই জিনিসটিরই অভাব প্রকট। অতএব, যাদের মধ্যে এই সহনশীলতা এবং মানবীয় মূল্যবোধ জীবিত থাকবে তারাই শ্রেয় হিসেবে গণ্য হবে।

লাতিভিয়ার প্রতিনিধি দলের এক সদস্যা প্রশ্ন করেন, পুরুষ ও মহিলা কেন পরস্পর করমর্দন করতে পারে না?

হুযুর আনোয়ার বলেন: প্রত্যেক ধর্মের নিজস্ব শিক্ষা রয়েছে। ইসলামী শিক্ষা অনুসারে পর পুরুষের সঙ্গে একজন মহিলা করমর্দন করতে পারে না। এই আদেশ এই জন্য দেওয়া হয় নি যে, মহিলাদের মর্যাদা নীচে, বরং কিছু আশঙ্কা রয়েছে, আর মহিলাদের সম্মান বজায় রাখার জন্য ইসলাম এবিষয়টি থেকে বিরত রেখেছে। আর করমর্দন না করার শিক্ষা ইহুদী মহিলাদের জন্যও রয়েছে। পুরুষ ও মহিলা উভয়কেই করমর্দন না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের মসজিদের পাশেই ইহুদীদেরও একটি সীনাগগ রয়েছে। সেখানে ইহুদীরা একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। সেখানকার রাবাই (ইহুদী ধর্মগুরু) প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন যে, আমার সঙ্গে কোন মহিলা করমর্দন করতে চাইলে আমি করব না। কেননা, আমার ধর্ম এর অনুমতি দেয় না। কিন্তু তার বিরুদ্ধে কেউ কোন কথা বলে না, কেননা, ইহুদীদের বিরুদ্ধে কথা বলা আইনত অপরাধ বলে গণ্য হয়। একবার এক ইহুদী মহিলা নিজে আমাকে সাক্ষাতকালে বলেছে, তাদের ধর্মেও পুরুষদেরকে সালাম করা অর্থাৎ করমর্দন করা বৈধ নয়। এই কারণে কেবল করমর্দনের বিষয়টি নিয়ে এত তোলপাড় করার প্রয়োজন কিসের? আরও তো অনেক সৌন্দর্য রয়েছে, সেগুলির উপর কেন দৃষ্টি দেওয়া হয় না? যতদূর মহিলাদের সম্মানের বিষয় বা এমন কোন মহিলার প্রসঙ্গ আসে, তবে তখন আমি নিজের সম্পর্কে বা জামাত সম্পর্কে বলতে পারি, সবার আগে আমরাই এমন মহিলার সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসব, তাকে সে স্থান থেকে তুলে নিয়ে যেতে হলেও। আর এটিই মহিলাদের প্রতি প্রকৃত সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন যা আমাদের করা উচিত। কেবল হাত মেলালেই মহিলাদের সম্মান প্রতিষ্ঠিত থাকে না। বিষয়টি এখন গোটা বিশ্ব বুঝতে পারছে। হলিউডের ঘটনার পর পুরুষদের উপর কতগুলি অভিযোগ উঠেছে? এখানে জার্মানির বার্লিনে মহিলারা নিজেদের পৃথক অফিস বা প্রতিষ্ঠান তৈরী করেছে। তারা বলছে, পুরুষরা অসভ্যতা করে, সেই কারণে আমরা নিজেদের পৃথক প্রতিষ্ঠান তৈরী করেছি। এই কারণেই ইসলাম যে শিক্ষামালা নিয়ে এসেছে তা (পাপের) তুচ্ছাতিতুচ্ছ সম্ভাবনা থেকেও মানুষকে রক্ষা করে। আমরা এইসব কাজ মহিলাদের সম্মান প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে করে থাকি, তাদেরকে অসম্মান করতে নয়।

লিথোনিয়া থেকে আগত প্রতিনিধি দলের এক সদস্যা লিভা কারযাইটি নিজের মতামত ব্যক্ত করে বলেন: জলসার সময় মনে হয়েছে যেন আমি নিজেও এই জামাতের অংশ। এই জলসা আমাদেরকে সাম্য, ভালবাসা এবং অপরের সেবা করার শিক্ষা দেয়, যার ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত এখানে দেখা যায়।

জারোনিমাস লসিয়াস নামে আরেক সদস্য বলেন, আমি একজন লেখক। এখানে ইসলাম সম্পর্কে শিখতে এসেছি। খলীফা যে ভঙ্গিতে খোদার একত্ববাদের পাঠ দিলেন তা অত্যন্ত প্রভাবসৃষ্টিকারী ছিল।

ল্যাতিভা থেকে একজন মেডিকেলের ছাত্র বেঞ্জামিন করীম বলেন: জলসা সালানা জার্মানীতে অংশগ্রহণ করা আমার জন্য অনেক বড় সম্মানের বিষয়। আমি অনুভব করলাম, এই জলসা সেই সমস্ত মানুষের সমাবেশ যারা দৃঢ় ঈমান, শান্তিপ্রাপ্ত আত্মার অধিকারী। অধিকন্তু এরা ভ্রাতৃত্ববোধ সম্পন্ন শান্তিপ্রিয় মানুষ। এরা যেভাবে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বক্তব্য শুনতে এবং নিজেদের কাজে মগ্ন ছিল, তা আমাকে অভিভূত করেছে। হুযুর আনোয়ারকে দেখা এবং যেভাবে তিনি জার্মানীতে অভিবাসীদের বিষয় এবং ইসলাম সম্পর্কে মানুষের মনে তৈরী হওয়া আতঙ্ক সম্পর্কে কথা বলেছেন, তা শোনাও আমার জন্য সম্মানের কারণ ছিল। একথা জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি যে, জামাত আহমদী সারা পৃথিবীতে শান্তির প্রচার করছে আর জার্মান সমাজে সম্প্রীতিপূর্ণ সহাবস্থান এববং সেবামূলক কাজের উপর জোর দিচ্ছে। আর যেভাবে মানুষ আমার আবেগ অনুভুতি সম্পর্কে জানার জন্য আগ্রহ সহকারে এগিয়ে আসছিলেন, তা আমার জন্য এক বিস্ময়কর অনুভুতি ছিল। বুকস্টোর, টিভি স্যাটেলাইট, আহারের ব্যবস্থা, সেখানকারবাজার - প্রত্যেকটি জিনিস আমাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছে। পাকিস্তানি সংস্কৃতিকে জার্মানীতে নিয়ে আসার এটি একটি ভাল প্রচেষ্টা। সামগ্রিকভাবে ইসলাম আহমদীয়াত এবং পাকিস্তানী সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এগুলি আমার জন্য বিশেষ সহায়ক ছিল।

ল্যাতিভা থেকে পাকিস্তানী বংশোদ্ভূত আরেক অ-আহমদী প্রতিনিধি মহম্মদ জুনেদ সেলিমী সাহেব স্নাতকোত্তর পড়াশোনা করছেন। তিনি জলসায় অংশগ্রহণ করার পর নিজের মতামত ব্যক্ত করে বলেন: আমি গত মাসেই স্টাডি ভিসা নিয়ে পাকিস্তান থেকে ল্যাটিভা এসেছি। আমাকেও জলসায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। অনেক দ্বিধাদ্বন্দের পর অবশেষে আমি তা গ্রহণ করি। জলসা প্রাঙ্গণে পৌছে সেখানকার ব্যবস্থাপনা দেখে আমি বিস্ময়াভিভূত হই। কেননা, অনেক মানুষের সমাগম ছিল। ব্যবস্থাপরা বুদ্ধি খাটিয়ে অত্যন্ত সুচারুরূপে সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করছিল। জলসাগাহে অনেক মানুষ ছিলেন, যাদের মধ্যে অনেকে বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ছিলেন, অর্থাৎ অমুসলিম ছিলেন। এদের সকলকে এজন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল যে, যাতে এখানে এসে ইসলাম ধর্মকে স্বচক্ষে দেখে। আমি এত ভালবাসা, সম্মান, শ্রদ্ধা এবং আপ্যায়ন সারা জীবনে কোথাও দেখিনি, যতটা সেখানে দেখেছি। আর এবিষয়টি আমার খুব ভাল লেগেছে যে, সমস্ত

মহানবী (সা.)-এর বাণী

'সর্বদা সত্য বল, যখন তোমার কাছে কোন গচ্ছিত সম্পদ রাখা হয়, তখন তা আত্মসাৎ করো না আর সর্বদা প্রতিবেশীদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করো।"

(বাইহাকি, ফি শোয়েবিল ঈমান)

দোয়াপ্রার্থী: আনোয়ার আলি, জামাত আহমদীয়া, অভয়পুরী (আসাম)

অ-মুসলিম অতিথিদের উপর এই জলসার খুব ভাল প্রভাব পড়বে এবং অবশ্যই তারা ইসলাম ধর্মের দিকে আসার চেষ্টা করবে। আমি যেহেতু আহমদী নই, সেই কারণে আমার মনেও অনেক ভ্রান্ত ধারণা ছিল, যা স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যেক ভিন্ন ফির্কার মুসলমানদের মনে থাকে। এখানে এসে আমি বক্তব্য শুনেছি এবং বিভিন্ন স্থানে বড় বড় হরফে লেখা বাণীগুলি পড়েছি, তাদের সঙ্গে নামাযও পড়েছি। আমি কোন পার্থক্য বুঝতে পারি নি। এই সব কিছু তো আমরাও করি, আর এগুলি আহমদীরাও করছে। তাদের কলেমা সেই এক, নামাযও এক আর কুরআনও এক। সব থেকে বেশি চিন্তা করার বিষয়টি হল 'খাতমে নবুয়ত', যা আমাকে এখন নতুন করে ভাবতে বাধ্য করছে। নিজের ফির্কাকে সত্য বলব নাকি আহমদী ফির্কাকে- আমি এখন এই দোলাচলেই রয়েছি। জলসায় আসার সব থেকে বড় যে উপকার আমার হয়েছে সেটি হল, আমি নিজে আহমদীদের মাঝে থেকে সব কিছু নিজের চোখে দেখলাম এবং নিজের কানে শুনলাম। এখন আমি ব্যক্তিগত পর্যায়ে ভালভাবে গবেষণা করে দেখব যে প্রকৃত ইসলাম কোনটি আর 'খতমে নবুয়ত'-ই বা কি জিনিস? হুযুরের বক্তব্য আমার ভীষণ পছন্দ হয়েছে। বিশেষ করে শেষের দিনের বক্তব্যটি। জলসা শেষ হওয়ার পূর্বের দিন আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতও করেছি। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করে ভাল লেগেছে। তিনি অত্যন্ত সৌন্দর্যময় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। এই চারটি দিন আমার জীবনের সব থেকে সুন্দর দিন ছিল। অন্য সব মুসলমানেরা কেবল মুখেই বলে আর বিদ্বেষ প্রসার করে। কিন্তু এখানে আমি কেবল ভালবাসা, সম্মান ও শ্রদ্ধা পেয়েছি। আমার সঙ্গে কিছু অমুসলিম বন্ধু ছিলেন। তারা আহমদীয়া জামাতের পক্ষ থেকে পাওয়া এমন ভালবাসা ও সম্মান পেয়ে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। ব্যবস্থাপনার প্রত্যেকটি বিভাগের সদস্যরাই ভালবাসা ও সম্মান দিয়ে কথা বলেছে এবং বিভিন্ন সময় দিকনির্দেশনা দিয়েছে এবং এমন বিরাট জলসাকে সুন্দর ও সুচারুরূপে পরিচালনা করেছে। অতিথিদের খাওয়ানো, থাকার ব্যবস্থা, যাতায়াতের ব্যবস্থা করা, এছাড়াও আরও অন্যান্য জরুরী ব্যবস্থাপনা দেখে আমি জামাতের অনুরাগী হয়ে পড়েছি। আমি সকলের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

ল্যাতিভার কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শ্রীলংকান লেকচারার লাকমাল কুলরত্নে সাহেব এই জলসায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিজের অভিমত ব্যক্ত করে বলেন: একথা সত্য যে, এই জলসায় অংশগ্রহণ করব বলে মনঃস্থির করার পর কিছুটা আতঙ্কিত ছিলাম, এই ভেবে যে পাছে সেখানে সন্ত্রাসী হামলা না হয়। কিন্তু এখানে জলসার নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেখে অনুভব করলাম, কেউ অনুষ্ঠান বা অংশগ্রহণকারীদের কোন প্রকার ক্ষতি করতে পারবে না। আমি পুরো অনুষ্ঠানের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে কুর্নিশ জানাই। যেহেতু এক বৌদ্ধ পরিবারে আমার জন্ম, তাই আমার অনেক শ্রীলংকান মুসলিম বন্ধু থাকা সত্ত্বেও ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে আমার বিশেষ কিছু জানা ছিল না। জলসা আমাকে প্রকৃত ইসলামের শিক্ষার সঙ্গে পরিচয় করিয়েছে এবং অন্যান্য ইসলামী দলগুলি সম্পর্কেও জানতে সাহায্য করেছে। অনুরূপভাবে আহমদীয়া ফির্কা এবং অন্যান্য ফির্কার মধ্যে পার্থক্যটিও এই জলসা আমার সামনে স্পষ্ট করে দিয়েছে। এই অনুষ্ঠান থেকে সব থেকে উৎকৃষ্ট বিষয় হিসেবে যেটি আমি পেয়েছি তা হল জামাত আহমদীয়া অত্যন্ত স্নেহশীল জামাত, এর প্রশংসা না করে থাকা যায় না। আমি আপনাদের জামাতের ব্যবস্থাপন দক্ষতা দেখে অভিভূত হয়েছি। এ বিষয়টি স্পষ্টরূপে এবিষয়ের ইঙ্গিত বহন করে যে, আপনারা পৃথিবীকে সঠিক পথের দিশা দেখাতে সক্ষম।

ইস্টোনিয়া থেকে রেইনার নামে এক অতিথি জলসায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিজের অভিমত ব্যক্ত করে বলেন: এই নিয়ে চতুর্থবার জলসায় অংশগ্রহণ করছি। আমি প্রতিবারই জলসায় অংশগ্রহণ করে ভিন্ন রকমের অনুভুতি পেয়েছি আর নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। এর পাশাপাশি অনেক কিছু নতুন বিষয় শেখারও সুযোগ হয়। পাকিস্তানী এবং অন্যান্য আহমদীদের সঙ্গে পরিচয় করা, তাদের সঙ্গে আলাপ করা আমাকে রোমাঞ্চিত করে। আমি কখনও অন্য কোন জাতির এমন বিপুল জনসমাবেশ দেখি নি, যারা নিজেদের পরাম্পরাগত পোশাক পরে এইভাবে উন্নত চারিত্রিক গুণাবলীর বহিঃপ্রকাশ ঘটাচ্ছে। আমার এই চোখ দুটি আজও পর্যন্ত জলসা অংশগ্রহণকারীদের দ্বারা কোন খারাপ আচরণ প্রকাশ পেতে দেখে নি। একটি বিষয় যা আমার হৃদয়ের গভীরে রেখাপাত করেছে সেটি হল নামায পড়ার পদ্ধতি। সমস্ত মানুষ পরস্পর পাশাপাশি সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, কেউ পৃথকভাবে নিজের নামায পড়তে চায় না। ঐক্যের কতই না উৎকৃষ্ট নমুনা! এই বিষয়গুলি আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। এই কারণেই আমি জামাত আহমদীয়ার অন্তর্ভুক্ত হতে মনঃস্থির করেছি। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি জলসা সালানার মধ্যে বয়আত করারও সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তিনিই হলেন ইস্টোনিয়া জাতির প্রথম আহমদী।

স্লোভেনিয়ান প্রতিনিধি দলের প্রতিক্রিয়া

সিরিয়ান বংশোদ্ভুত শিরায আহমদ তিন বছর থেকে স্লোভেনিয়ায় বসবাস করছেন। তিনি স্লোভেনিয়া থেকে জলসায় অংশগ্রহণ করার উদ্দেশ্যে এসেছেন। জলসা চলাকালে তিনি উৎসাহ ও আগ্রহ সহকারে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। জামাত সম্পর্কে অনেক প্রশ্নও করেন। তিনি আরবী বই-পুস্তকও সংগ্রহ করেছেন এবং সেগুলি অধ্যয়ন করেছেন। তিনি বেশ প্রভাবিত হয়েছেন। কিন্তু হুযুরের পিছনে নামায পড়তে দ্বিধা ছিল। যাইহোক জলসার শেষ দিনে তিনি হুযুরের পিছনে যোহর ও আসরের নামায পড়েন। জলসার পর তিনি নিজের মতামত ব্যক্ত করে বলেন: জলসার তিন দিনের মধ্যে শেষ দিনটি আমার জন্য সর্বোত্তম ছিল।' তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে বলেন: আজ জলসার সর্বোত্তম হওয়ার কারণ হল, হুযুরের পিছনে আজ আমি নামায পড়েছি। জলসার পর সোমবার স্লোভেনিয়ান প্রতিনিধি দলের সঙ্গে হুযুর আনোয়ারের সাক্ষাত নির্ধারিত ছিল। প্রোগ্রাম অনুসারে সাক্ষাতের ঠিক পরেই ভ্রমণের জন্য যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু তিনি হুযুরের পিছনের আরও একবার নামায পড়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। তিনি নামাযের জন্য দুই ঘন্টা অপেক্ষা করেন এবং নামাযের পর ভ্রমণে বের হন।

কাযাকিস্তান থেকে আগত প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাত

কাযাকিস্তান থেকে আগত এক ভদ্রমহিলা রশীদা সাহেবা বলেন: জলসার গভীর প্রভাব পড়েছে। এখানে অনেক মানুষের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। সাক্ষাতের সময় প্রত্যেকে হাসি মুখে সালাম করত। মনে হত যেন শত শত বছরের পরিচয়। অথচ আমরা প্রথমবার সাক্ষাত করছিলাম। সকলকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন তারা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান। এই মানসিক পরিস্থিতির উদ্ভব তখনই হয়, যখন মানুষ জেনে যায় যে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যখন জলসা সমাপ্ত হল, আমার মন বিষন্ন হয়ে পড়ে।

হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় যে বিষয়টি আমার সব থেকে ভাল লেগেছে, সেটি হল হুযুর মানুষকে অনেক বেশি স্নেহ করেন, ভালবাসেন। আর যারা ধর্ম সম্পর্কে জানতে চান, তাদেরকে তিনি সবিস্তারে বোঝান। তিনি তাদের সমস্যাবলীর কথা খুবই মনোযোগ দিয়ে শোনেন। এর থেকে স্পষ্ট হয় যে, হুযুর মানুষের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করার জন্য সব সময় প্রস্তুত আছেন। আর আল্লাহ্‌র মনোনীত ব্যক্তিই এমন কাজ করতে পারে, এটি তারই সাধ্যের মধ্যে পড়ে।

কাযাকিস্তানের এক আহমদী বন্ধু ফানির গোলামোফ বলেন: আমি সস্ত্রীক এই জলসায় অংশগ্রহণ করছি। আমরা দুজনে হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাত করে ভীষন আনন্দিত এবং নিজেদেরকে অনেক সৌভাগ্যবান বলে মনে হচ্ছে। জামাত আহমদীয়া মুসলেমার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পূর্বে আল্লাহ্ এবং তাঁর প্রিয়ভাজন হযরত রসুল করীম (সা.)-এর উপর ঈমান রাখতাম। কিন্তু মনের মধ্যে এক অদ্ভুত অস্থিরতা বিরাজ করত। আমি চিন্তা করতাম আমার মৃত্যুর পর পরিবারের কি হবে? অতঃপর আহমদীয়াত অর্থাৎ প্রকৃত ইসলামের প্রবেশ করার পর আমার আত্মা প্রশান্তি লাভ করেছে এবং মনে এই বিশ্বাস জন্মে যে, এখন আমার সন্তানের মাতা-পিতা আছে। হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাতের পর আমার এই বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছে। আমি ও আমার পরিবার আল্লাহ্‌র কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে, তিনি আমাদেরকে যুগের ইমাম হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে মান্য করার এবং হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করার তৌফিক দান করেছেন।

কাযাকিস্তানের আরেক বন্ধু দাওরন ইশানুফ সাহেব বলেন: আমি হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে দ্বিতীয় বার সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করলাম। আমি দীর্ঘসময় এই সাক্ষাতের প্রতীক্ষায় ছিলাম। জলসায় অনেক অতিথি এসেছিলেন। আমি জলসায় অনেক আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভ করেছি। হুযুর যখন আমার পাশ দিয়ে হেঁটে যেতেন এবং আমার প্রতি স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন, তখন সেই মূহুর্তটি আমাকে আনন্দে বিমোহিত করে দিত। সারা জীবনে এমন মাধুর্য্যপূর্ণ হাসি আমি কখনও দেখি নি। আমি এই দিক থেকে সৌভাগ্যবান যে, স্বয়ং হুযুর আমাকে জলসায় যোগদান করার সুযোগ করে দিয়েছেন।

কাযাকিস্তানের অপর এক মহিলা যাহেদা সাহেবা বলেন: আমাদের পরিবার গত কুড়ি বছর থেকে আহমদী। আল্লাহ্ তা'লা এবছরও হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাতের তৌফিক দিয়েছেন। হুযুরকে দেখে আমার হৃদস্পন্দনের গতি অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে যায়, মনে হচ্ছিল যেন এখনই কিছু হয়ে যাবে। যদিও এটি স্নায়বিক দুর্বলতা ছাড়া কিছুই ছিল না। আমার স্বপ্ন পূর্ণ হওয়ায় আমি ভীষণভাবে আনন্দিত, এতটাই যে

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক বদর কাদিয়ান Weekly BADAR Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 4 Thursday, 2 May, 2019 Issue No.18

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

হুযুরকে আমাদের মোবাল্লেগের জন্য এই দোয়ার আবেদন করতে ভুলে গেছি যে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে যেন খিদমত করার তৌফিক দেন এবং তিনি সব সময় আমাদের কাছে থাকেন।

কোসোভোর প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাত

এক ভদ্রলোক বলেন, অসুস্থতার কারণে তিনি হাঁটতেও পারতেন না। হুযুর আনোয়ারকে তিনি দোয়ার জন্য চিঠি লেখার পর আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করেছেন। এখন তিনি হাঁটতে পারছেন, স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটেছে আর এখন তিনি জলসায় এসেছেন। যা শুনে হুযুর আনোয়ার মুবাল্লিগ সাহেবকে বলেন, তাঁর কথা লিখে জানাবেন, এখান থেকে হোমিওপ্যাথি ঔষধ দিব।

কোসোভার প্রতিনিধি দলের এক গণিতের প্রফেসর আযিষ নাযিরী সাহেব অংশ গ্রহণ করেছিলেন, যিনি এবছরই বয়আত করেছেন। তিনি নিজের মতামত ব্যক্ত করে বলেন: জলসা সালানা খুব ভাল ছিল। ব্যবস্থাপনাও ছিল প্রশংসনীয় মানের। আমাদের অনেক ভাল সেবা করা হয়েছে।

পেশায় উকিল আরদিয়ান যেইকিরাজ সাহেব বলেন: এই জলসার ব্যবস্থাপনা দেখে মনে হচ্ছে যেন প্রত্যেকে খিলাফতের আনুগত্যে বিলীন হয়ে নিজেদের কাজে মগ্ন হয়ে আছে। আনুগত্য প্রদর্শনের এই দৃশ্যগুলি সেই সত্তার ভালবাসারই প্রতিফলন যা যুগ খলীফা রূপে জামাত আহমদীয়া প্রাপ্ত হয়েছে। হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ হয়েছে। তাঁর চেহারায় যে জ্যোতি ফুটে উঠছিল, সেই জ্যোতির কারণেই জামাতের প্রত্যেক সদস্য একসূত্রে গেঁথে রয়েছে। কোসোভোতেও এই ধরণের সমাবেশ হয়ে থাকে, কিন্তু এই জলসায় অংশগ্রহণ করে মানুষ এক সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, যেখানে প্রত্যেক জাতি ও বর্ণের মানুষ অংশগ্রহণ করে এবং প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুসারে খেয়াল রাখা হয়।

কোসোভোর প্রতিনিধি দলের সঙ্গে ছিলেন ব্যাঙ্কের একজন প্রধান মুস্তাফা ওয়ালডুন সাহেব, যিনি পাঁচ বছর পর জলসায় অংশগ্রহণ করছেন। নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে তিনি বলেন: প্রত্যেক জাতির মানুষ এতে অংশগ্রহণ করেছে। জলসার স্থানটি এখন অপর্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। জার্মানীর জামাত এত দ্রুত উন্নতি করে ফেলেছে যা দেখে আনন্দ হয়। আমি পাঁচ বছর পর জলসায় এলাম। এই কারণে বয়আত গ্রহণ অনুষ্ঠানের এই আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ পরিবেশ আমার নিজের আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন ছিল।

বেসমির ইভেসিয়া একজন ইসলামী বিজ্ঞান বিশারদ। তিনি নিজের মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন: বক্তৃতাগুলির বিষয়বস্তু একান্তই সময়োপযোগী ছিল আর এতে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর ছিল। বক্তৃতাগুলির উপাস্থাপনা উৎকৃষ্ট মানের ছিল, এর পাশাপাশি আমাদের ভাষায় যে অনুবাদ হয়েছে সেগুলিও অসাধারণ ছিল। হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাত করে খুব ভাল লাগল। হুযুরের কথাবার্তা তাঁর পবিত্র সত্তাকেই প্রতিফলিত করে। বর্তমান যুগে এমন ব্যক্তিত্ব খুঁজে পাওয়া ভার যার কথা ও কর্মে বৈপরীত্য নেই।

কোসোভোর প্রতিনিধি দলের এক পদার্থবিদ্যার এক প্রফেসর আরবার যাকিরাজ সাহেব বলেন: এতগুলো মানুষের একস্থানে সমবেত হওয়া এবং তাদের সমস্ত চাহিদা পূরণ করাও যে সম্ভব, এটি আমার জন্য অবিশ্বাস্য ছিল। আমি জলসায় অংশগ্রহণ করে সমস্ত ব্যবস্থাপনাকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি যে কিভাবে প্রতিটি বিষয় একটি ব্যবস্থাপনার অধীনে পরিচালিত হচ্ছে এবং সকলের চাহিদাবলীর প্রতি দৃষ্টি রাখা হচ্ছে। প্রত্যেক কাজের জন্য একজন করে সেবক নিযুক্ত ছিল। লঙ্গর খানায় যাওয়ার সুযোগ হয়। সেখানে এক ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ হয়, যিনি গত ২২ বছর ধরে পেঁয়াজের খোসা ছাড়ানোর কাজ করছেন। আর ২২ বছর থেকে তাঁর কাছে একটিই ছুরি আছে যা দিয়ে তিনি পেঁয়াজ কাটেন। একটিই ছুরি ব্যবহার করা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এই ছুরিটি হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে হাতে নিয়েছিলেন। এই কারণেই আমি এটি ব্যবহার করি। (ক্রমশ:.....)

খুতবার শেষাংশ..

তাহের তাঞ্জানিয়ার জামেয়া আহমদীয়াতে শিক্ষক হিসেবে সেবারত আছে। তিনি মায়ের জানাযায় অংশ নিতে পাকিস্তান যেতে পারেন নি। অনুরূপভাবে এক পৌত্রও জামা'তের মুবাল্লিগ। এক দৌহিত্র ঘানায় জামা'তের মুরব্বী হিসেবে কর্মরত আছে। এক পৌত্র ও পৌত্রী হাফেযে কুরআন। এছাড়া অনেক পৌত্রী ও দৌহিত্রীকে তিনি মুরব্বী ও ওয়াকেফে যিন্দেগীর সাথে বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন।

তার ছেলে হাফেয মাহমুদ বলেন, আমাদের পিতামাতা সারাজীবন জামা'তের সেবাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন আর আমাদেরকে জামা'তের ব্যবস্থাপনা এবং আহমদীয়া খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত রাখার এবং নিয়মিত বাজামা'ত নামাযে অভ্যস্ত করানোর জন্য সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকতেন। আহমদীয়াতের তবলীগ করারও গভীর আগ্রহ ছিল। তার মায়ের সব ভাই-বোন অ-আহমদী ছিল। সাধ্যমত তাদেরকে তবলীগ করতেন। এই তবলীগের ফলে তার এক সহোদর আব্দুল হামীদ সাহেবের আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য হয় আর তার সন্তানরাও আল্লাহর কৃপায় জামা'তের সেবক। যখন তিনি 'শোরকোট'এ ছিলেন, ৫৩ এবং ৭৪ সনে সেখানে জামা'ত অত্যন্ত কঠিন অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। পরম সাহসিকতা ও বীরত্বের সাথে তিনি এই সময় পার করেছেন আর কোন ধরনের ভয়কে কাছে ঘেঁষতে দেন নি। তিনি লিখেন, ৭৪এর অরাজকতার সময় একদিন গ্রামের মাতব্বরের স্ত্রী আমাদের বাড়িতে আসে আর গ্রাম্যপ্রধানের পক্ষ থেকে সংবাদ দেয়, আহমদীদের বাড়ি-ঘরে আক্রমণের জন্য মিছিল আসছে তাই বাড়ির পুরুষরা যেন বাইরে গিয়ে ক্ষেতের মধ্যে লুকিয়ে থাকে আর মহিলারা আমাদের বাড়িতে এসে যান। কিন্তু আমাদের মা উত্তর দেন যে, আমরা আমাদের বাড়িতেই থাকবো তা আমরা মরি বা বাঁচি। সে সময়ই একদিন তাদের বাড়িতে মিছিল আসে। সে সময় বাড়িতে কোন পুরুষ মানুষ ছিল না শুধুমাত্র বোনেরা ছিল এবং তার মা ছিলেন। তিনি বলেন, মিছিল আমাদের বাড়ির বাইরে ছিল, হাতে একটি কুঠার নিয়ে তিনি বাড়ির আঙিনায় পায়চারি করতে থাকেন। তখন বাইরে থেকে কেউ বলে উঠে যে, এদের বাড়িতে আক্রমণ করো। তখন ভেতর থেকে তিনি (অর্থাৎ মা) বলেন, কেউ যদি প্রাচীর টপকে ভেতরে আসে তাহলে আমি তার মস্তক দেহ থেকে আলাদা করে ফেলব আর সেভাবে করবো যেভাবে হযরত সাফিয়া মাথা কেটে বাইরে নিক্ষেপ করেছিলেন। যাহোক, এরূপ সাহস দেখে বিরোধীরা সেখান থেকে চলে যায়। ৭১ সালে তার এক পুত্র, যিনি সেনাবাহীনিতে ছিলেন এবং যুদ্ধবন্দী ছিলেন, (সেনাবাহীনিতে ছিলেন বা সরকারী কর্মচারী ছিলেন, যাহোক যুদ্ধবন্দী ছিলেন।) তিন বছর তিনি যুদ্ধবন্দী ছিলেন, অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে তিনি সেই সময় অতিবাহিত করেছেন আর ফিরে আসা মাত্রই তাকে হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.)- এর সকাশে উপস্থিত করেন। তিনি বলেন, মহানবী (সা.)-এর প্রতি আমাদের মায়ের গভীর ভালোবাসা ছিল আর সবসময় বাড়িতে আলোচনা হতো এবং তিনি একথাই বলতেন যে, মহানবী (সা.)-এর ঘটনাবলী শোনাও। জীবন সায়াহ্নেও মহানবী (সা.) এবং মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কথা বলতেন যে, তারা আসছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন, ক্ষমার আচরণ করুন। আর তার সন্তান এবং বংশধরদেরকেও তার পুণ্যসমূহ ধরে রাখার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

****

যুগ ইমামের বাণী

"জ্ঞান বলতে যুক্তিশাস্ত্র বা দর্শনশাস্ত্রকেই বোঝানো হয় নি, বরং প্রকৃত জ্ঞান সেটিই যা আল্লাহ্ তা'লা কেবল নিজ কৃপাগুণে বান্দাকে প্রদান করেন।"

(মালফুযাত, ১মখণ্ড, পৃ: ১৯৫)

দোয়াপ্রার্থী: আব্দুস সালাম, জামাত আহমদীয়া নারার ভিটা (আসাম)

যুগ ইমামের বাণী

"পাপ থেকে পবিত্র করা খোদা তা'লার কাজ। কেউ নিজ শক্তিবলে পবিত্র হতে পারে না। তবে একথা সত্য যে, এর জন্য চেষ্টা ও সাধনা আবশ্যক।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১১)

আব্দুর রহমান খান, জেনারেল ম্যানেজার (Lily Hotel) গৌহাটি

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir